প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?

গবেষণা সিরিজ-৩৩

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান
FRCS (Glasgow)
চেয়ারম্যান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-৪১০৩১০১৩
E-mail : official@qrfbd.org
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org
ডোনেশনের জন্য : www.solab.qrfbd.org, www.zakat.qrfbd.org

যোগাযোগ
এডমিন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৭৫৫৩০৯৯০৭
দাওয়াহ : ০১৬১০১৯৪৬৯৮, ০১৯৪৪৪১১৫৫১
প্রকাশনা : ০১৯৭৭৩০১৫১০
তথ্য-প্রযুক্তি : ০১৪০৭০৬৩৪৩৪
বিক্রয় : ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৪৪৪১১৫৫৮
কালচার এন্ড মিডিয়া : ০১৪০৭০৬৫৭৯৪

ISBN Number : 978-984-35-1393-9

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : মে ২০১২
পঞ্চম সংস্করণ : মে ২০২৫

নির্ধারিত মূল্য : ৫০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
তাজুল গ্রাফিক্স এন্ড প্রিন্টিং
১৮৩, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯৭৬১৩৯৮৬৯, ০১৭১৬১৩৯৮৬৯
ইমেইল : tajulprint12@gmail.com

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	মূল বিষয়	২৩
৫	কিয়াস, ইজমা ও ফিক্‌হগ্রন্থের সংজ্ঞা	২৪
৬	ফিক্‌হশাস্ত্রের উৎপত্তির সময়কাল	২৬
৭	ফিক্‌হগ্রন্থ প্রণয়ন করা বৈধ ও প্রয়োজন ছিল কি না	২৭
৮	ফিক্‌হশাস্ত্রের ক্রমবিকাশ	৩৩
৯	প্রচলিত ফিক্‌হশাস্ত্রে ইসলামের জ্ঞান থাকা ব্যক্তিদের যে সকল স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে	৩৬
১০	প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের চার ইমামের জীবনকাল ও তাঁদের রচিত গ্রন্থসমূহ	৩৮
১১	ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করার বিষয়ে বর্তমান অবস্থা	৪০
১২	প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা ইসলামসম্মত কি না	৪১
১৩	ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করার বিষয়ে মুসলিম মনীষীগণের বক্তব্য	৫২
১৪	প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের না হওয়ার কারণ	৫৫
১৫	শত্রুদের ষড়যন্ত্রের স্তরসমূহ	৭০
১৬	নির্ভুলতার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থে থাকা তথ্যসমূহের শ্রেণিবিভাগ	৭৬
১৭	প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করার গুরুত্ব	৮০
১৮	শেষ কথা	৮২

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

**তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না,
নাকি তাদের মনে তালা লেগে গিয়েছে?**

সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

**বিশ্বমানবতার বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণ ও প্রতিকার
এবং জীবন ঘনিষ্ঠ ইসলামের মৌলিক বিষয়ের
সঠিক তথ্য জানতে সংগ্রহ করুন**

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত

গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

সারসংক্ষেপ

কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ একাধিক বা ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে ইসলামী মনীষীগণের গবেষণার ফল ধারণকারী গ্রন্থ হলো ফিক্‌হগ্রন্থ। এটি একটি ব্যাবহারিক গ্রন্থ। মুসলিম বিশ্বের ইসলামী শিক্ষালয়সমূহে (মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়) এবং মুসলিম সমাজে এ গ্রন্থের গুরুত্ব অপরিসীম। তবে রচিত হওয়ার পর ফিক্‌হ গ্রন্থগুলোর কোনো প্রকৃত সংস্করণ বের হয়নি। অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ১০০০-১২০০ বছর আগের মানবরচিত ব্যাবহারিকগ্রন্থ বর্তমান যুগেও ইসলামী শিক্ষালয়গুলোতে হুবহু পড়ানো হয়। প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের রচয়িতা আল্লাহ তা'য়ালা বা রসুল স. বা তাঁর সাহাবীগণ নন। বরং এর রচয়িতা সাহাবাগণের পরের স্তরের মুসলিম মনীষীগণ। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, সাধারণ শিক্ষার সকল ব্যাবহারিক গ্রন্থ বিশেষ করে চিকিৎসাবিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স ইত্যাদির কয়েক বছর পর পর নতুন সংস্করণ বের করা হয়। কিন্তু ফিক্‌হগ্রন্থের বেলায় এই স্বাভাবিক নিয়মটি আগে অনুসরণ করা হয়নি এবং বর্তমানেও অনুসরণ করা হচ্ছে না। কেন এটি হয়নি এবং এতে জাতির কল্যাণ হচ্ছে; না মহা ক্ষতি হচ্ছে, এ বিষয়ে মুসলিম জাতির করণীয় কী; তা নিয়ে আলোচ্য পুস্তিকায় আলোচনা করা হয়েছে। উল্লিখিত বিষয়ে মুসলিম জাতির ঘুম ভাঙাতে এ পুস্তিকাটি সাহায্য করবে এবং ব্যাপক কল্যাণ বয়ে আনবে ইনশাআল্লাহ।

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্পর্কে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে স্বনামধন্য চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো?

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে শুরু করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসুল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করল–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۙ اُولٰٓئِكَ مَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ .

নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করল। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও লেখার জন্য কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দুটি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসুল স.-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

আল কুরআনের সুরা আন-নিসার ৮০ নং ও আল গাশিয়ার ২১ থেকে ২৩ নং আয়াতের আলোকে বলা যায়– 'পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা কারও দায়িত্ব নয়।' কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে শুরু করি। বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা শুরু করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসুল আ. ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন– এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো– কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) এবং আকল, Common sense বা বিবেক। তবে উৎস তিনটির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। আর সে পার্থক্য হলো–

ক. তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য

- কুরআন : আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান।
- সুন্নাহ : আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।
- আকল, Common sense বা বিবেক : জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান।

খ. ব্যাবহারিক (Applied) পার্থক্য

১. মালিক ও দারোয়ান দৃষ্টিকোণ

- কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা) : মালিক ও মূল ব্যাখ্যাকারী।
- সুন্নাহ (রসুল স.) : মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী।
- আকল/Common sense/বিবেক : মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান।

২. মানদণ্ড ও বুনিয়াদ/ভিত্তি দৃষ্টিকোণ

- কুরআন : মানদণ্ড জ্ঞান।
- সুন্নাহ : কুরআনের অনুপস্থিতে মানদণ্ড জ্ঞান।
- আকল/Common sense/বিবেক : বুনিয়াদ বা ভিত্তি জ্ঞান।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য (গবেষণা সিরিজ- ৪২)' নামক বইটিতে। পুস্তিকাটি রচনায় এ তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অপরিহার্য। আবার যথাযথ ব্যবহারের জন্য সবগুলো উৎসের নিম্নের দুটি দিক সম্পর্কে সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা থাকাও অপরিহার্য–

ক. উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি (উসূল/Principle)।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য উৎস তিনটিকে ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)।

আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির উল্লিখিত দুটি দিকের পর্যালোচনা–

ক. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতি

১. কুরআনকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

ব্যাবহারিক গ্রন্থের নির্ভুল জ্ঞানার্জনের কিছু মূলনীতি (উসূল/Principle) থাকে। ঐ মূলনীতির প্রত্যেকটি অনুসরণ করা গ্রন্থটির নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য অপরিহার্য। কুরআন একটি ব্যাবহারিক গ্রন্থ। তাই কুরআন থেকেও নির্ভুল জ্ঞানার্জনের মূলনীতি কুরআন ও সুন্নায় আছে। আমাদের গবেষণা মতে, সে মূলনীতি ১০টি। মূলনীতিগুলোর শিরোনাম–

১. কুরআনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই।

২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।

৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।

৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।

৬. একাধিক অর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় উৎকর্ষিত আকল/Common sense/বিবেকের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।

৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই।

৮. খুঁটিনাটি/অমৌলিক বিষয়কে গুরুত্ব না দেওয়া।

৯. কয়েক বছর পরপর অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সংস্করণ বের করা।

১০. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

মূলনীতিগুলো একটি অপরটির সম্পূরক ভূমিকা পালন করে। আবার একটি সিদ্ধান্ত যত বেশি সংখ্যক মূলনীতি সমর্থিত হবে, সিদ্ধান্তটি নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হবে। এ বিষয়টি আল্লাহ প্রদত্ত ৩টি উৎসের প্রত্যেকটির ব্যাপারেই প্রযোজ্য। মূলনীতিসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন

রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি, প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামক বইটিতে।

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞানের সাথে অন্য ৯টি মূলনীতির সম্পর্কের অবস্থান হলো–

অবস্থান-১

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআনের অর্থ করা সম্ভব নয়।

অবস্থান-২

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে অনেক মৌলিক ভুল করবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

অবস্থান-৩

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও কুরআনের অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৪

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান (আরবী থেকে অন্য ভাষার অভিধান দেখার মতো জ্ঞান) থাকা ব্যক্তি কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের অনুবাদ গ্রন্থ সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অর্থ ও তাফসীরগ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি ওপরের ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে।

২. সুন্নাহকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

আমাদের গবেষণা মতে, সুন্নাহকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের ৪টি মূলনীতি কুরআন ও সুন্নায় আছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-১৯) বইটিতে। মূলনীতিগুলোর শিরোনাম হলো–

১. সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না।
২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৩. হাদীস সঠিক আকল (আকলে সালিম)-এর বিরোধী হবে না।
৪. হাদীস বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী হবে না।

৩. আকল, Common sense বা বিবেককে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য মহান আল্লাহর দেওয়া উৎস আকল, Common sense বা বিবেক ব্যবহার করাও অপরিহার্য। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'ইসলামী জীবন বিধানে Common sense-এর গুরুত্ব'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে। Common sense-কে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের দুটি মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। বিষয়টি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা আছে ওপরে উল্লিখিত বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-৬)। মূলনীতি দুটোর শিরোনাম হলো–

১. Common sense-কে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করা।
২. Common sense-কে আল্লাহর নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ানের মর্যাদা দেওয়া।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতির সাথে সেগুলো ব্যবহারের প্রবাহচিত্রের জ্ঞান থাকাও অপরিহার্য। প্রবাহচিত্রটি কুরআন ও সুন্নায় আছে। তবে নিম্নের দুটি উদাহরণ সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা প্রবাহচিত্রটি অতি সহজে বুঝা যায়। সুরা বাকারার ২৬ নং আয়াতে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে– কুরআন বুঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। কুরআনের আয়াতও আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। তাই কুরআন বুঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সত্য উদাহরণের গুরুত্ব অপরিসীম।

উদাহরণ-১

- ❑ **চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থা গ্রহণের (চিকিৎসা দেওয়ার) প্রবাহচিত্র**

একজন চিকিৎসকের কাছে রোগী আসলে চিকিৎসক তাকে শেখানো চিকিৎসাবিদ্যার সাধারণ জ্ঞানের আলোকে একটি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় (Provisional diagnosis) করে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করে দেয়। তারপর সে ল্যাবরেটরিতে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা পাঠায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হলো রোগ নির্ণয়ের প্রমাণিত (নির্ভুল) জ্ঞান। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর চিকিৎসক রিপোর্টের সাথে তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে। যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্টও সেই রোগ বলে তবে চিকিৎসক তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা চালিয়ে যায়।

আর যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্ট সেটি ছাড়া অন্য রোগ বলে, তবে চিকিৎসক (সাধারণত) তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে বাদ দিয়ে রিপোর্টে আসা রোগকেই চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং সে অনুযায়ী নতুন চিকিৎসা শুরু করে।

তবে বাস্তবে দেখা যায়– চিকিৎসাবিদ্যার যথাযথ সাধারণ জ্ঞানী চিকিৎসকের প্রাথমিক রোগ নির্ণয় ও চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিন্ন হয়। অল্পকিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়– পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে নিশ্চিতভাবে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিধান হলো– প্রাথমিক রোগ নির্ণয় অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করা ও আরও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।

রোগ নির্ণয় করার সময় চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্র ও তরুণ চিকিৎসকদের একটি বিষয় খুব গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হয়। বিষয়টি হলো– পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের রোগ নির্ণয় যাচাই করা যেতে পারে তবে তা অবশ্যই নিজে (প্রাথমিক) রোগ নির্ণয় করার পর। এর কারণ হলো–

১. পূর্ববর্তী চিকিৎসক কী রোগ নির্ণয় করেছে তা আগে দেখলে তিনি যদি কোনো ভুল করে থাকেন বর্তমান চিকিৎসক সেই একই ভুল করতে পারেন।
২. বর্তমান চিকিৎসকের রোগ নির্ণয়ের দক্ষতা উৎকর্ষিত হবে না। বরং অবদমিত হবে।
৩. সামগ্রিকভাবে মানবসভ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তাই চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় (Diagnosis) ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র হলো–

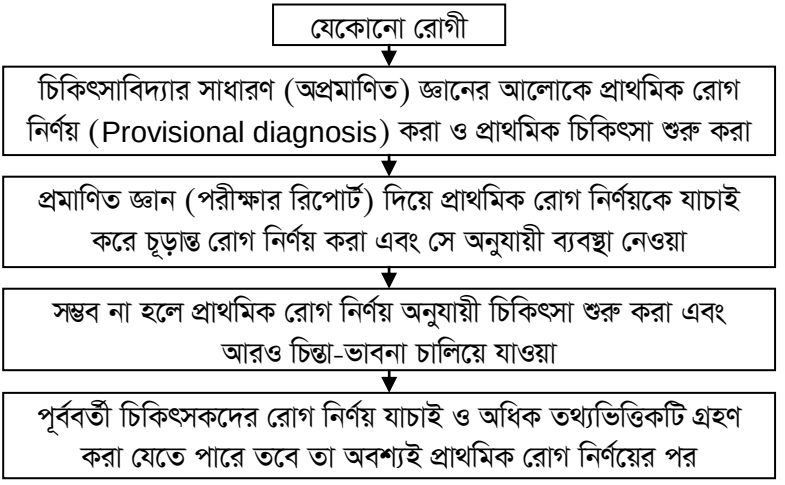

উদাহরণ-২

❑ **মালিক ও দারোয়ান মিলে বাড়িতে চোর ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র**

বাড়িতে পরিচিত মানুষ ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত মানুষ (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য সকল মালিক দারোয়ান নিয়োগ দেয়। মালিক অনুপস্থিত থাকলে কার সাথে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে (মালিকের মনোনীত ব্যক্তি) তা মালিক আগে থেকে দারোয়ানকে বলে দেন। মালিক, মালিকের মনোনীত ব্যক্তি ও নিয়োগ দেওয়া দারোয়ান মিলে বাড়িতে পরিচিত লোক ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত লোক (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) হলো–

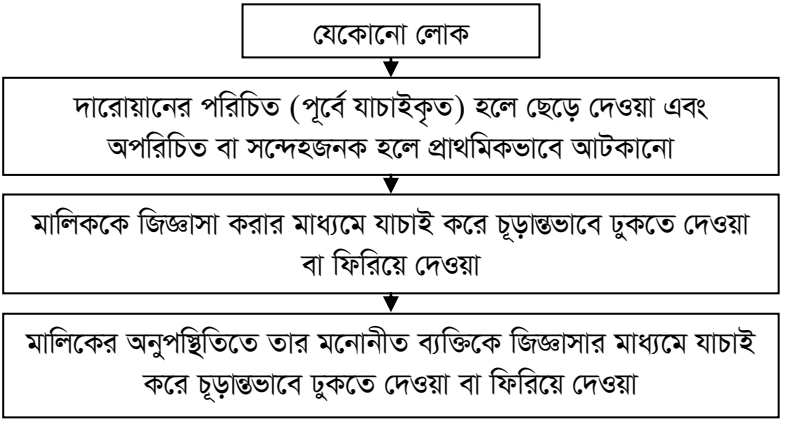

উদাহরণ ২টির লক্ষণীয় বিষয় হলো–

১. জ্ঞানার্জনের (সিদ্ধান্তে পৌঁছার) দুটি স্তর আছে। প্রাথমিক স্তর ও চূড়ান্ত স্তর।

২. প্রাথমিক স্তরে ঐ বিষয়ের সাধারণ জ্ঞানের আলোকে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও প্রাথমিক ব্যবস্থা নিতে হয়। যাদের ঐ বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান আছে তারা সবাই প্রাথমিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে ও প্রাথমিক ব্যবস্থা নিতে পারে।

৩. এরপর মূল প্রমাণিত জ্ঞান (মালিক) দিয়ে প্রাথমিক রায়কে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয়।

৪. অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথাযথভাবে সাধারণ জ্ঞান শেখা ব্যক্তিগণ কর্তৃক নেওয়া প্রাথমিক সিদ্ধান্ত, চূড়ান্ত বিচারে সঠিক বলে গৃহীত হয়।

৫. মালিক অনুপস্থিত থাকা সময়ে প্রাথমিক রায়কে মালিকের মনোনীত ব্যক্তি দিয়ে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয়।

৬. মালিকের মনোনীত ব্যক্তি দিয়ে যাচাই করেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে প্রাথমিক রায় অনুযায়ী নেওয়া ব্যবস্থা ও আরও চিন্তা-ভাবনা চালিয়ে যেতে হয়।

৭. সবশেষে পূর্ববর্তী ব্যক্তি বা মনীষীদের মতামত যাচাই করতে হয়।

মহান আল্লাহও জ্ঞানার্জনের জন্য সাধারণ (অপ্রমাণিত) ও প্রমাণিত উৎস দিয়েছেন। আর নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) ও প্রমাণিত উৎস ব্যবহারের প্রবাহচিত্র মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নং আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা রা.-এর চরিত্র নিয়ে রটানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসুলুল্লাহ স. প্রবাহচিত্রটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। প্রবাহচিত্রটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বইটিতে। ওপরে বর্ণিত কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মধ্যকার পার্থক্য এবং উদাহরণ দুটি সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা আল্লাহ প্রদত্ত উৎস ৩টি ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি বোঝা মোটেই কঠিন নয়। প্রবাহচিত্রটি নিম্নরূপ–

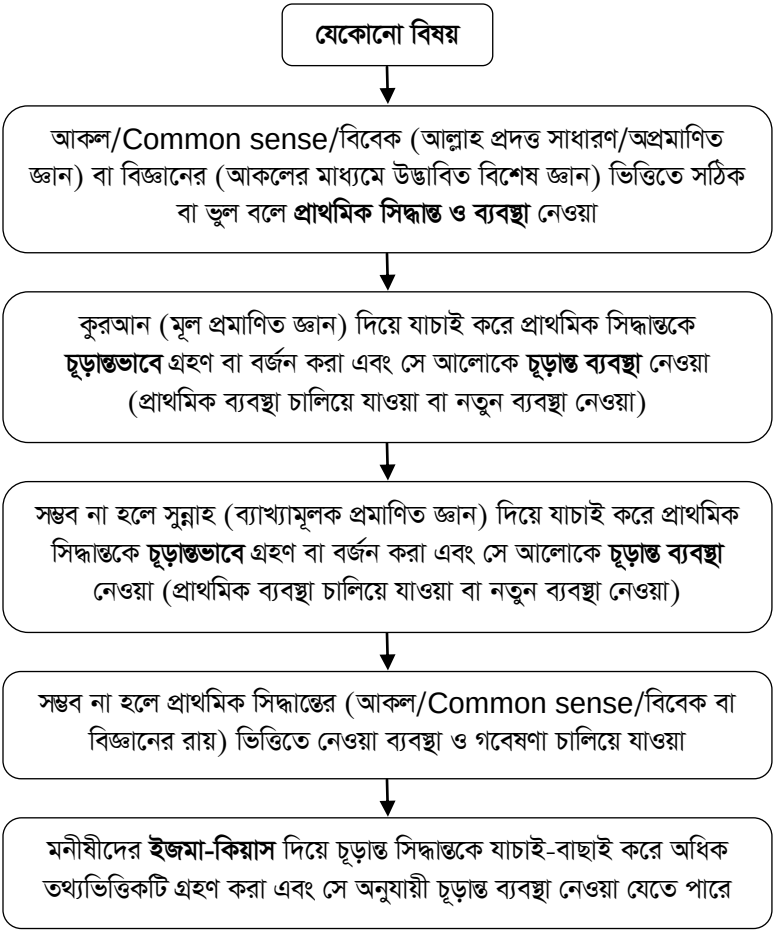

বিজ্ঞান

'বিজ্ঞান' হলো মানবজীবনের কোনো দিকের বিশেষ তথা উৎকর্ষিত জ্ঞান। মানবসভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে আকল/Common sense/বিবেকের ব্যাপক ভূমিকা থাকে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন, একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন, আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common

sense-এর এ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর ভিত্তিতে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি সঠিক হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য অভিন্ন হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ..... ط

শীঘ্রই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদেরকে দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের (শরীরের) মধ্যে আমাদের নিদর্শনাবলি দেখাবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটি (কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য) সত্য। ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য সত্য প্রমাণিত হবে। তাই এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অভিন্ন হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান, বিচক্ষণ, হিকমাধারী বা মনীষীর সংজ্ঞা হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত আকল, Common sense বা বিবেকবান ব্যক্তি।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনো যুগের একজন উৎকর্ষিত Common sense সম্পন্ন তথা প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী ব্যক্তির উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া গবেষণার ফল।

অন্যদিকে কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র বা রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানবসভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সাথে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

কিয়াস ও ইজমা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য–

কুরআন

..... فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

... ... অতঃপর তোমরা যদি না জানো তবে (কিতাবের) বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো।

(সুরা নাহল/১৬ : ৪৩, সুরা আম্বিয়া/২১ : ৭)

ব্যাখ্যা : আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করে বলা হলেও আয়াতটির শিক্ষা সকলের জন্য প্রযোজ্য। জ্ঞানার্জনের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense। আর ইজমা বা কিয়াস হলো, ইসলামী বিশেষজ্ঞদের (মনীষী/আকাবের) গবেষণার ফল বা সিদ্ধান্ত।

আয়াতটির সরাসরি নির্দেশ হলো– ইজমা/কিয়াস দেখতে হবে একটি বিষয় নিজে জানা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর। অবশ্যই আগে নয়। **অন্যদিকে** বিশেষজ্ঞদের মতামত (ইজমা ও কিয়াস) অন্ধভাবে মেনে নেওয়া যাবে না। এটি করলে শিরক বা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে। শিরক হবে যদি কোনো বিশেষজ্ঞের সকল সিদ্ধান্ত নির্ভুল মনে করে মেনে নেওয়া হয়। কারণ, নির্ভুলতা শুধু মহান আল্লাহর গুণ। আর কুফরী হবে যদি নিজে ইসলামের কিছুই জানি না বলে বিশেষজ্ঞদের মতামত মেনে নেওয়া হয়। কারণ, যার Common sense আছে সে ইসলামের অনেক কিছু জানে। তাই আমি ইসলামের কিছুই জানি না বললে আল্লাহর দেওয়া একটি বড়ো নিয়ামতকে অস্বীকার করা হয়। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'অন্ধ অনুসরণ কুফরী বা শিরক নয় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-২১) নামক বইটিতে।

হাদীস

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ..... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتِ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمُ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায রহ. থেকে শুনে 'আল মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা. বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসুলুল্লাহ স.-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিল।

আর আমরা তাঁদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাঁদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাঁদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রসুলুল্লাহ স. রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এ কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন/রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে। **তাই এতে (কুরআন) থাকা যে সকল বিষয় তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারো) তার ওপর 'আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense/বিবেকের বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।**

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশে রসুল স. বলেছেন– কুরআনের যে সকল বক্তব্য মু'মিনরা নিজেদের Common sense দিয়ে বুঝতে পারে তার ওপর 'আমল করতে। আর যা তাদের Common sense-এর বুঝের বাইরে তা ঐ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দিতে তথা তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তা জেনে নিতে।

কুরআন ও হাদীসের উল্লিখিত তথ্যগুলো থেকে মুসলিমদের সামগ্রিক শিক্ষা হলো–

১. ইসলামী সমাজে কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী থাকবে বা থাকতে হবে।
২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয় জানার চেষ্টা সকল মুসলিমকে করতে হবে।
৩. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মনীষী/আকাবের) থেকে সেটি জেনে নিতে হবে বা তাদের লেখা বই পড়ে তা জানতে হবে।

৪. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের থেকে সেটি জানা বা তাদের লেখা বই পড়ার প্রয়োজন নেই।

৫. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত (ইজমা বা কিয়াস) যাচাই করার বিষয়টি ঘটবে শেষে।

৬. ইজমা বা কিয়াস উৎস নয়। ইজমা বা কিয়াস হলো রেফারেন্স।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।

কুরআনের আরবী আয়াত সর্বদা অপরিবর্তিত থাকবে,
কিন্তু কিছু কিছু অর্থ ও ব্যাখ্যা
যুগের জ্ঞানের আলোকে উন্নত হবে।

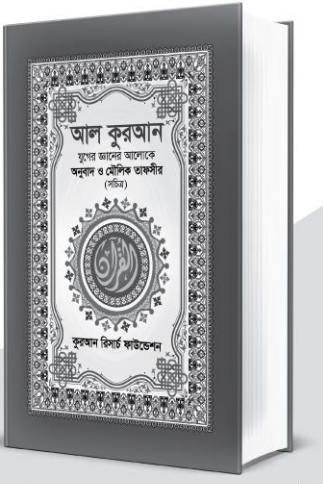

আল কুরআন
যুগের জ্ঞানের আলোকে
অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর
(সচিত্র)

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

মূল বিষয়

রসুলুল্লাহ স.-এর যুগে ফিক্‌হশাস্ত্রের স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এর প্রয়োজনও তখন ছিল না। কেননা সে সময় যখনই কোনো সমস্যার উদ্ভব হতো, সাথে সাথে ঐ ব্যাপারে সরাসরি কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হতো অথবা আল্লাহর ইঙ্গিতে রসুল স. তার সমাধান দিতেন এবং সাহাবীগণ তা মেনে চলতেন। কিন্তু রসুল স.-এর ইন্তিকালের পর সাহাবীদের আর সে সুযোগ থাকল না। তখন কোনো সমস্যা সৃষ্টি হলে সে বিষয়ের সমাধান দিতে তাঁদের নিজেদেরই ইজতিহাদ (গবেষণা) করতে হতো। সাহাবী ও তাবিঈদের যুগে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমা আরব বিশ্বের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য মুসলিমদের করতলগত হয়। ইউরোপে স্পেন পর্যন্ত, আফ্রিকায় মিশর ও উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত, এশিয়ায় তুরস্ক ও সিন্ধু পর্যন্ত ইসলাম বিস্তার লাভ করে। ফলে ইসলাম নতুন নতুন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জীবন-জীবিকার সংস্পর্শে আসে। ইসলামী সমাজে এমন নিত্য-নতুন সমস্যা ও সংকটের আবির্ভাব ঘটতে থাকে, যার সমাধান কুরআন ও হাদীসে সরাসরি উল্লেখ নেই। তখন ফিক্‌হবিদগণ গবেষণার মাধ্যমে এসবের সমাধান দিতেন।

বর্তমান মুসলিম বিশ্বে ইসলামী জ্ঞানের এক বিশেষ মাধ্যম হলো ফিক্‌হগ্রন্থ। এটি একটি ব্যাবহারিক গ্রন্থ। মুসলিম বিশ্বের ইসলামী শিক্ষালয়সমূহে (মাদ্রাসা, বিশ্ববিদ্যালয়) এবং মুসলিম সমাজে এ গ্রন্থের গুরুত্ব অপরিসীম। তবে রচিত হওয়ার পর ফিক্‌হগ্রন্থগুলোর কোনো প্রকৃত সংস্করণ বের হয়নি। অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ১০০০-১২০০ বছর আগের মানবরচিত ব্যাবহারিক গ্রন্থ বর্তমান যুগেও ইসলামী শিক্ষালয়গুলোতে হুবহু পড়ানো হয়। সাধারণ শিক্ষার সকল ব্যাবহারিক গ্রন্থ, বিশেষ করে যেগুলো মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত– চিকিৎসাবিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার সায়েন্স ইত্যাদি কয়েক বছর পর পর সংস্করণ বের করা হয়। কিন্তু ফিক্‌হগ্রন্থের বেলায় এই স্বাভাবিক নিয়ম অনুসরণ করা হয়নি বা হচ্ছে না। আজ পর্যন্ত কেন এটির সংস্করণ প্রকাশ করা হয়নি এবং এতে জাতির কল্যাণ হচ্ছে; না মহা ক্ষতি হচ্ছে, বিষয়টিতে মুসলিম জাতির করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে দৃষ্টিপাত করাই আলোচ্য লেখার উদ্দেশ্য। এ পুস্তিকা উল্লিখিত বিষয়ে জাতির ঘুম ভাঙাতে সাহায্য করবে ইনশাআল্লাহ।

কিয়াস, ইজমা ও ফিক্‌হগ্রন্থের সংজ্ঞা

কিয়াসের সংজ্ঞা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষীর সংজ্ঞা হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত আকল/Common sense/বিবেকধারী ব্যক্তি।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনো যুগের একজন উৎকর্ষিত Common sense সম্পন্ন তথা প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী ব্যক্তির উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া গবেষণার ফল।

ইজমার সংজ্ঞা

কোনো বিষয়ে সকল বিচক্ষণ/হিকমাহধারী/ফকীহ ব্যক্তির কিয়াসের ফলাফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে ঐকমত্য পোষণ করলে তাকে ইজমা বলে।

ফিক্‌হগ্রন্থের সংজ্ঞা

বিচক্ষণ/হিকমাহধারী/ফকীহ ব্যক্তিদের কিয়াস ও ইজমার রায় ধারণকারী গ্রন্থকে ফিক্‌হগ্রন্থ বলে। কিন্তু প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থ এভাবে রচিত হয়নি।

ফিক্‌হের সংজ্ঞার বিষয়ে মনীষীগণের বক্তব্য–

১. ইমাম আল-গাযালী রহ.

ফিক্‌হ হচ্ছে যথার্থ জ্ঞান, উপলব্ধি, গভীর চিন্তা-ভাবনা ও দ্বীনের ব্যাপারে গভীর ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি।

(আল-গাজালী, আবূ হামিদ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ, *ইহইয়াউ 'উলূমিদ্দীন*, বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, তা.বি., খ. ১, পৃ. ২৪)

২. আল্লামা সুয়ূতী রহ.

الفقه معقول من منقول.

"কুরআন হাদীস থেকে বুদ্ধি-বৃত্তি দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানকে ফিক্‌হ বলে।"
(আবুল বারাকাত কামালুদ্দীন আল-আনবারী, *নুজহাতুল উলাবা ওয়াত ত্বাকাতুল উদাবা*, জর্ডান : মাকতাবাতুল মানার, ১৯৮৫ খ্রি., পৃ. ৭৬।)

৩. মুহাম্মদ 'আমীমুল ইহসান আল-মুজাদ্দিদি আল-বারাকাতী

الفقيه العالم الذي يشق الأحكام ويفتش عن حقائقها ويفتح ما استغلق منها.

"ফকীহ হচ্ছেন এমন 'আলিম ব্যক্তি, যিনি (চিন্তা-ভাবনা ও গভীর গবেষণার মাধ্যমে) আইনের উদ্ভাবন করেন এবং তার প্রকৃত তাৎপর্যগুলো অনুসন্ধান করেন এবং অবোধগম্য ও জটিল বিষয়সমূহ সুস্পষ্ট করেন।"
(মুহাম্মদ 'আমীমুল ইহসান আল-মুজাদ্দিদি আল-বারাকাতী, *কাওয়া'য়িদুল ফিক্‌হ*, করাচী : দারুস সদাফ, ১৯৮৬ খ্রি., পৃ. ৪১৪।)

৪. হাফিজ ইবনুল কাইয়িম

'তবে একথা সর্বদা মনে রাখতে হবে যে, কুরআন ও সুন্নাহর প্রকাশ্য অর্থের মধ্যে স্পষ্ট কোনো সমাধান না পেলেই কেবল গবেষণা বৈধ হবে। অন্যথায় নয়।
(ইবনুল কাইয়িম জাওযী, *ইলামুল মুওয়াককে'ঈন*, বৈরুত, খ. ২, পৃ. ২৭৯-২৯৩)

ফিক্‌হশাস্ত্রের উৎপত্তির সময়কাল

১. রসুল স.-এর সময়কাল

রসুল স. কুরআনে উল্লেখ থাকা বিষয়ের যে ব্যাখ্যা করেছেন বা সাহাবীগণ যে ব্যাখ্যাকে সমর্থন করেছেন সেটিকে ফিক্‌হ বা ফিকহী বিষয় বলা যাবে না। সেটি সুন্নাহ।

রসুল স.-এর যুগে লেখা কিছু চিঠির একটি ছিল আমর ইবনু হাজমের জন্য লেখা, যখন তিনি নাজরানের গভর্নর ছিলেন। যার মধ্যে ফারায়েজ, যাকাত, দিয়াত ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত ছিল। (ইবনু হাজার আসকালানী, কিতাবুল ইসাবাতু ফি তাময়িজিস সাহাবা, খ. ২, পৃ. ২৩২)। এ সকল কিতাব লেখা হতো খেজুরের পাতা, চামড়া বা হাড়ের ওপর।

২. সাহাবীগণের সময়কাল

ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তারের কারণে নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাই রসুল স.-এর ইন্তেকালের পর প্রয়োজনের তাগিদে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সাহাবীগণ কিতাব লিখেছিলেন। অতএব ঐ সময়ই হবে ফিক্‌হশাস্ত্রের উৎপত্তির সময়কাল। ঐ কিতাবকে পরবর্তীকালের ফকীহ আলেমগণ মেনে নেন। যায়েদ বিন সাবিত রা. ছিলেন এ ধরনের লেখকদের অন্যতম। তাঁর গ্রন্থের নাম ফারায়েজ, যা ইমাম বায়হাকী তাঁর কিতাব 'আস-সুনানু বাবুল খাস বিল মিরাছ' শিরোনামে উল্লেখ করেছেন। তবে সাহাবীগণের সময় ফিক্‌হশাস্ত্র প্রণয়নের কাজ ছিল অত্যন্ত সীমিত। তাই সাহাবীগণ প্রায় সকল ক্ষেত্রে সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তাঁদের জীবন পরিচালিত করতেন।

৩. তাবেয়ীগণের যুগ

তাবেয়ীগণ কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে গবেষণার ধারা অব্যাহত রাখেন। শিহাব জুহুরী রহ. মদীনায় এবং হাসান আল-বসরী রহ. বসরায় ফিক্‌হশাস্ত্রের বিষয়ে কাজ করেন। প্রকৃত অর্থে এ যুগেই তথা হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে ইসলামী ফিক্‌হ সম্পাদনার কাজ নিয়মতান্ত্রিকভাবে শুরু হয়।

ফিক্‌হগ্রন্থ প্রণয়ন করা বৈধ ও প্রয়োজন ছিল কি না

আকল/Common sense/বিবেক

কুরআন হলো মানুষের জীবনের সকল মৌলিক বিষয় ধারণকারী মূলগ্রন্থ (Text book)। বাস্তবে মূলগ্রন্থে সকল বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা থাকে না। কুরআনে তাই মানুষের জীবনের বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ থাকলেও সবগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা নেই। অন্যদিকে কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই, মহান আল্লাহ তাঁর তিনকালের (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ) জ্ঞানের আলোকে কুরআনের অনেক বক্তব্যে এমন শব্দ (Key words) ব্যবহার করেছেন যার অনেকগুলো অর্থ হয়। ঐ শব্দগুলোর একটি অর্থ এক যুগে এবং অন্য একটি অর্থ অন্য যুগের জন্য যথাযথ হবে। আর যথাযথ যুগের অর্থটি ব্যবহার করতে পারলে শব্দগুলো ধারণকারী আয়াত থেকে ঐ যুগের জন্য প্রযোজ্য তথ্য বের হয়ে আসবে।

রসুল মুহাম্মাদ স. হলেন আল্লাহ তা'য়ালার নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী। তিনিও কুরআনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এমন অনেক শব্দ ব্যবহার করেছেন যেখানে সকল যুগের মানুষ তাদের যুগোপযোগী তথ্য পাবে। তাছাড়া কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটি কাজের বিধি-বিধান সরাসরি না বলে, যেভাবে তিনি কাজটি করেছেন সেভাবে তা করতে বলেছেন। যেমন– ওজু, গোসল, সালাত, হাজ্জ ইত্যাদি আমলের নিয়ম-কানুনগুলো (আরকান-আহকাম) সরাসরি না বলে তিনি বলেছেন 'আমাকে যেভাবে আমলটি করতে দেখছো সেভাবে তোমরা তা করো'।

বিষয়টি একটি হাদীসে এভাবে এসেছে–

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ..... عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: أَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ، وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، فَظَنَّ أَنَّا

اشْتَقْنَا أَهْلَنَا، وَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ، وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا، فَقَالَ: ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ، فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي، وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.

ইমাম বুখারী আবূ সুলাইমান মালিক ইবনু হুওয়ায়রিস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুসাদ্দাদ থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ সুলাইমান মালিক ইবনু হুওয়ায়রিস রা. বলেন, আমরা কয়েকজন নবী স.-এর দরবারে আসলাম। তখন আমরা ছিলাম প্রায় সমবয়সী যুবক। বিশ দিন তাঁর কাছে আমরা থাকলাম। তিনি বুঝতে পারলেন, আমরা আমাদের পরিবারের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়েছি। যাদের আমরা বাড়িতে রেখে এসেছি তাদের ব্যাপারে তিনি আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করলেন। আমরা তা তাঁকে জানালাম। তিনি ছিলেন কোমল হৃদয় ও দয়ার্দ্র। তাই তিনি বললেন– তোমরা তোমাদের পরিজনের কাছে ফিরে যাও। তাদের (কুরআন) শিক্ষা দাও, (সৎ কাজের) আদেশ করো এবং যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখছো ঠিক তেমনভাবে সালাত আদায় করো। সালাতের ওয়াক্ত হলে, তোমাদের একজন আযান দেবে এবং যে তোমাদের মধ্যে বড়ো সে ইমামাত করবে।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৫৬৬২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

তাই ইসলাম পুরোপুরি জানার জন্য কুরআন ও সুন্নাহর অনেক তথ্য বা আমলের ব্যাখ্যা বা বিধি-বিধান বের করার প্রয়োজন হয়। স্বাভাবিকভাবে কুরআন ও সুন্নায় যে তথ্যগুলো প্রত্যক্ষ ও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ আছে সে তথ্যের ব্যাপারে এই ব্যাখ্যা নিষিদ্ধ। কারণ আল্লাহ ও রসুল স. যে কথা প্রত্যক্ষ বা সুনির্দিষ্ট করে বলেছেন সে কথার ব্যাখ্যা করে অন্যভাবে বলার কোনো সুযোগ নেই। যে তথ্যগুলো পরোক্ষ, একাধিক বা ব্যাপক অর্থবোধক বা কুরআন-সুন্নায় নেই সে তথ্যগুলোর ব্যাপারেই এ ব্যাখ্যার প্রয়োজন।

অন্যদিকে মানবসভ্যতার বর্তমান স্তরে এসে দেখা যায় যে, মানবজীবনের কিছু বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন বা সুন্নায় কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বক্তব্য নেই। যেমন– কর্নিয়া প্রতিস্থাপন (Cornea transplantation), কিডনি প্রতিস্থাপন (Kidney transplantation), লিভার প্রতিস্থাপন (Liver transplantation), রক্তদান ইত্যাদি। তাই এ বিষয়গুলোর ব্যাপারেও

ইসলামের বিধি-বিধান কী হবে তা বের করা ও মানুষকে জানানো প্রয়োজন। অর্থনীতি, সমাজনীতি, ব্যাবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়েও যত দিন যাচ্ছে তত নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। তাই, গবেষণার মাধ্যমে ঐ সকল বিষয়ের ইসলামী সমাধান বের করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন হলো এ ব্যাখ্যা বা এ বিধি-বিধান বের করতে হবে কোন উৎসের তথ্যের ভিত্তিতে? সহজেই বলা যায়– এ কাজ করতে হবে ইসলাম জানা বা বোঝার জন্য মহান আল্লাহ যে উৎসগুলো দিয়েছেন তার ভিত্তিতে। উৎস তিনটি হলো– কুরআন (আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান), সুন্নাহ (আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান, তবে এটি কুরআনের ব্যাখ্যা) ও আকল (Common sense/বিবেক/জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ/অপ্রমাণিত জ্ঞান)।

কোনো যুগের সকল মানুষের Common sense একরকম হয় না। এটি একটি চিরসত্য তথ্য। জন্মগত (Hereditary) ও পারিপার্শ্বিকতার (শিক্ষা, পরিবেশ ইত্যাদি) কারণে মানুষের Common sense উৎকর্ষিত হয়, আবার অবদমিতও হয়। আকল উৎকর্ষিত হওয়া ব্যক্তিকে বিচক্ষণ ব্যক্তি বলে। স্বাভাবিকভাবে বিচক্ষণ ব্যক্তিদের মধ্যেও এ গুণের তারতম্য আছে। এ তারতম্যের কারণে কুরআন ও সুন্নাহর যে বিষয়গুলো পরোক্ষ, একাধিক (ব্যাপক) অর্থবোধক বা যেগুলো কুরআন ও সুন্নায় উল্লেখ নেই, সেগুলো সকল মানুষ যথাযথ ব্যাখ্যা করতে বা সেগুলোর বিষয়ে সকল মানুষ যথাযথ রায় দিতে পারবে না। যে যত বেশি বিচক্ষণ হবে তার ব্যাখ্যা বা রায় তত অধিক নির্ভুল ও কল্যাণকর হবে।

তাই Common sense অনুযায়ী মানবসভ্যতার কল্যাণের জন্য বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ কর্তৃক কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা করা এবং তা লিপিবদ্ধ আকারে প্রকাশ করা শুধু প্রয়োজনই নয়, এটি বিচক্ষণ ব্যক্তিদের দায়িত্বও বটে। এই বিচক্ষণ ব্যক্তিদের আরবীতে ফকীহ বলে। আর ফকীহগণ কর্তৃক প্রণয়ন করা গ্রন্থকে ফিক্‌হ বা ফিক্‌হগ্রন্থ বলে।

♣♣ ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা (প্রবাহচিত্র) অনুযায়ী যেকোনো বিষয়ে আকল/Common sense/বিবেকের রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই, এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– ফিক্‌হগ্রন্থ প্রণয়ন করা ছিল সময়ের দাবী এবং তা মুসলিম জাতির জন্য অতীব প্রয়োজনীয়ও ছিল।

আল কুরআন

..... فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

... ... অতএব তোমরা যদি না জানো তবে যারা (আল্লাহর) কিতাবের জ্ঞানী তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করো।

(সুরা আন নাহল/১৬ : ৪৩; আল আম্বিয়া/২১ : ৭)

ব্যাখ্যা : আয়াত দুটিতে সাধারণ মুসলিমদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে যদি কুরআনের কোনো বিষয় তারা তাদের জ্ঞান দিয়ে বুঝতে না পারে তবে সমাজে যারা আল্লাহর কিতাবের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী তথা ফকীহ তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে সেগুলো জেনে নিতে বলা হয়েছে। তাই, আয়াত দুটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– যে বিষয় কুরআন ও সুন্নায় পরোক্ষ, একাধিক বা ব্যাপক অর্থবোধকভাবে উল্লিখিত আছে অথবা যে বিষয় কুরআন-সুন্নায় নেই, সে বিষয়ে ফকীহদের মতামত ধারণকারীগ্রন্থ তথা ফিক্হগ্রন্থ প্রণয়ন করা ইসলামসম্মত এবং প্রয়োজনীয় বিষয় ছিল।

♣♣ ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলাম প্রদত্ত নীতিমালা (প্রবাহচিত্র) অনুযায়ী– কোনো বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (আকল/Common sense/বিবেক বা বিজ্ঞানের রায়) যদি কুরআন সমর্থন করে তবে ঐ প্রাথমিক রায় হবে বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। তাই এ পর্যায়ে বলা যায় যে, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– ফকীহদের মতামত ধারণকারীগ্রন্থ তথা ফিক্হশাস্ত্র প্রণয়ন করা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সময় উপযোগী একটি কাজ।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ..... قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتْ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى

أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمُ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

ইমাম আহমাদ রহ. আমর ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায রহ. থেকে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা. বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসুলুল্লাহ স.-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিলেন। আর আমরা তাদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রসুলুল্লাহ স. রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তার মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এই কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে। তাই **এতে থাকা যে সকল বিষয়ে তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারো) তার ওপর আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense/বিবেকের বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।**

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং ৬৭০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশের মাধ্যমে রসুল স. সরাসরি আল্লাহর কিতাবের কোনো বিষয় কেউ বুঝতে না পারলে যারা ফকীহ (বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী) তাদের ওপর সেটি ছেড়ে দিতে বলেছেন। অর্থাৎ সে ব্যাপারে ফকীহদের মতামত জেনে ও মেনে নিতে বলেছেন। তাই, হাদীসটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– যে বিষয় কুরআন ও সুন্নায় পরোক্ষ, একাধিক অর্থবোধক বা

ব্যাপকভাবে উল্লিখিত আছে অথবা যে বিষয় কুরআন-সুন্নায় নেই, সে বিষয়ের ব্যাপারে ফকীহদের মতামত ধারণকারী গ্রন্থ তথা ফিক্‌হগ্রন্থ প্রণয়ন করা ছিল অতীব প্রয়োজনীয় একটি কাজ।

ফিক্‌হগ্রন্থ প্রণয়নের বৈধতা ও প্রয়োজনীতার বিষয়ে আল্লামা শামী রহ.-এর বক্তব্য–

"ফিকহ হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর জীবন : ফিক্‌হ ছাড়া এই উম্মতের জীবন বেঁচে থাকতে পারে না।

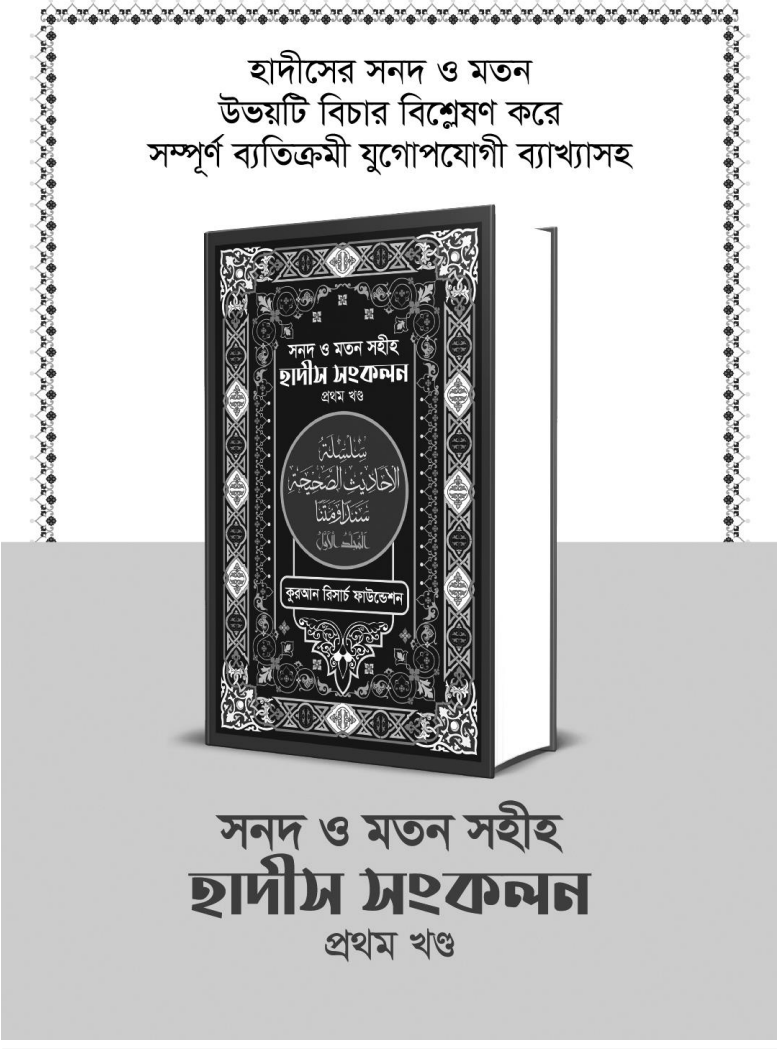

ফিক্‌হশাস্ত্রের ক্রমবিকাশ

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে প্রকৃতভাবে ফিক্‌হশাস্ত্র সম্পাদনার কাজ নিয়মতান্ত্রিকভাবে শুরু হয়। সেসময় থেকে আজ পর্যন্ত ফিক্‌হশাস্ত্রের সম্পাদনার ধারাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়–

প্রথম যুগ

হিজরী ২য় শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে শুরু করে ৩য় শতাব্দীর শেষ সময় পর্যন্ত এ যুগের অন্তর্ভুক্ত। এসময় ইমাম আবু হানিফা রহ. ইসলামী ফিক্‌হ সম্পাদনার কাজ শুরু করেন এবং তাঁর জীবদ্দশায় তা সম্পন্ন করে যান। ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর পরে অন্যান্য ফকীহগণও তাঁদের নিজ নিজ ফিক্‌হশাস্ত্র সম্পাদনা ও সে বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। তাই এ যুগকে ফিক্‌হশাস্ত্র সম্পাদনা বা ইজতিহাদের (গবেষণার) যুগ বলা হয়।

এ যুগের কিছু বৈশিষ্ট্য

- কয়েকজন ফকীহর ফিক্‌হগ্রন্থ এ যুগে প্রসিদ্ধি লাভ করে।
- চার ফিক্‌হী মাযহাব এ যুগে প্রসিদ্ধি লাভ করে।
- ইজতিহাদের দ্বার যদিও এ যুগে খোলা ছিল তবুও জনসাধারণ দলে দলে কোনো না কোনো মাযহাবের অনুসারী হতে থাকে।
- আলিমগণ ইজতিহাদ করা, গ্রন্থ রচনা এবং ইজতিহাদী মাসআলাসমূহের ব্যাখ্যা দিতে থাকেন।
- উসূলে ফিক্‌হ এ যুগে সম্পাদিত হয়।

দ্বিতীয় যুগ

এ যুগ হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম থেকে শুরু করে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে (আব্বাসীয়দের পতন পর্যন্ত) শেষ হয়েছে।

এ যুগের কিছু বৈশিষ্ট্য

- এ যুগে সাধারণভাবে তাকলীদের (অন্ধ-অনুসরণ) প্রচলন হয়।

- সাধারণ লোকের মতো আলিম সম্প্রদায়ও কোনো না কোনো মাযহাবের অন্ধ-অনুসরণ শুরু করে দেন।
- সাধারণভাবে ইজতিহাদ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।
- মাসয়ালা বের করা পর্যন্ত ইজতিহাদের সীমা নির্ধারিত হয়।
- আলিম সমাজের মধ্য থেকে যিনি যে মাযহাবের অনুসারী হয়েছিলেন তিনি সে মাযহাবের ওপর বড়ো বড়ো গ্রন্থ রচনা করতে থাকেন।
- চার মাযহাবের যে কোনো একটিকে তাকলীদ করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

তৃতীয় যুগ

হিজরী সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এ যুগ চলছে।

এ যুগের কিছু বৈশিষ্ট্য

এ যুগে ইজতিহাদ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। মাসআলাসমূহের ব্যাখ্যা ও অনুশীলনেরও আর প্রয়োজন হয় না। এ যুগেও ফিকহের বহু গ্রন্থ রচিত হয়। তবে এগুলো প্রথম ও দ্বিতীয় যুগের কিতাবসমূহের টিকা, ব্যাখ্যা বা সংক্ষিপ্ত আকার মাত্র। এ যুগে ইজতিহাদ একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ হিসেবে বিভিন্ন সূত্রে যে কথা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়ে আসছে তা হলো–

সূত্র-১

৪র্থ ও ৫ম যুগের (হিজরী সপ্তম শতকের আগের) ফকীহগণ এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ফিক্‌হশাস্ত্র বা ইসলামী আইনশাস্ত্র তৈরি করে গেছেন যাতে মানবজীবনের প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান রয়েছে। অতএব এখন ইজতিহাদ (গবেষণা) করার অর্থ হলো জ্ঞাত বিষয়কে জানার জন্য অযথা চেষ্টা করে সময় ও শক্তির অপচয় করা। হ্যাঁ, যদি এমন কোনো সমস্যার উদ্ভব হয় যার সমাধানের উপলক্ষ্য সে যুগের কিতাবসমূহে নেই তবে অবশ্যই ইজতিহাদ (গবেষণা) করতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে ইজতিহাদের দ্বার চিরকালই খোলা আছে এবং থাকবে। এতে কারো কোনো মতভেদ নেই।

(ফিকহে হানাফির ইতিহাস ও দর্শন, স্মরণিকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১ম প্রকাশ, জুন ২০০৪, পৃ. ৭৯, প্রকাশক ড. আ. ন. ম. আবদুর রহমান)

ব্যাখ্যা : এ বক্তব্যের শিক্ষা হলো– ৪র্থ ও ৫ম যুগের (হিজরী সপ্তম শতকের আগের) মনীষীগণ গবেষণা করে যে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে গেছেন সে সকল বিষয়ে আর গবেষণা করা যাবে না/করার প্রয়োজন নেই।

সূত্র-২

১ম ও ২য় যুগের মুজতাহিদগণ (গবেষকগণ) এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ফিক্‌হশাস্ত্র দান করিয়া গিয়াছেন যাহাতে মানবজীবনের প্রত্যেকটি সমস্যারই সমাধান রহিয়াছে। ... ... অতএব এখন ইজতিহাদ (গবেষণা) করার অর্থ জ্ঞাত বিষয়কে জানার চেষ্টা করিয়া সময় ও শক্তির অপচয় ব্যতীত অন্যকিছু হইবে না।

(হেদায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশের পুনর্মুদ্রণ, মে ২০০৫ খ্রি., পৃষ্ঠা-৫২, কওমী এবং আলীয়া মাদ্রাসার পাঠ্যবই)।

প্রচলিত ফিক্‌হশাস্ত্রে ইসলামের জ্ঞান থাকা ব্যক্তিদের যে সকল স্তরে বিভক্ত করা হয়েছে

প্রচলিত ফিক্‌হশাস্ত্রে ইসলাম জানা ব্যক্তিদের জ্ঞানের মাত্রার ভিত্তিতে সাতটি স্তর বা শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। একে তাবকাত-ই-ফুকাহা বলে। তাবকার সাথে যুগের কোনো সামঞ্জস্য নেই। সে সাতটি স্তর নিম্নরূপ–

স্তর-১

এ স্তরের ফুকাহাই সর্বোচ্চ স্তরের ফুকাহা। তাদেরকে মুজতাহিদে মুতলাক বা মুজতাহিদ ফিদ দ্বীন ইত্যাদি খেতাবে ভূষিত করা হয়। চার ইমাম অর্থাৎ ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। তারা কারও মুকাল্লিদ (অনুসরণকারী) নন বরং সকলে তাদের মুকাল্লিদ (অনুসরণকারী)।

স্তর-২

এ স্তরের ফুকাহাদেরকে মুজতাহিদ ফিল মাযহাব বলা হয়। যেমন হানাফী মাযহাবের ইমাম আবু ইউছুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম যুফার রাহিমাহুমুল্লাহ ও তাঁদের সমসাময়িকগণ। তাঁরা যদিও শাখা-প্রশাখাতে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর সাথে মতবিরোধ করেছেন কিন্তু মূলনীতিতে ইমাম আজমকে (ইমাম আবু হানিফা রহ.) অনুসরণ ও অনুকরণ করেছেন।

স্তর-৩

এ স্তরের ফুকাহাদেরকে মুজতাহিদ ফিল মাসায়িল বলা হয়। যেমন ইমাম আবু বকর আল-জাস্‌সাস, ইমাম ত্বাহাবী, আবুল হাসান কারখী, সারাখসী, হালওয়ায়ী, ফখরুদ্দীন, কাযীখান রাহিমাহুমুল্লাহ এবং আরও অনেকে এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।

স্তর-৪

এ স্তরের ফুকাহাদেরকে আসহাবে তাখরীজ (Deduction) বলা হয়। যেমন– আবু বকর খাস্‌সাফ রাজী, আবুল হাসান কুদরি রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ। মূলত

তাদের ইজতিহাদের দক্ষতা ছিল না। তবে তাঁরা মাযহাবের ইমামের নির্ধারিত মূলনীতিতে পূর্ণ দক্ষ ছিলেন।

স্তর-৫

এ স্তরের ফুকাহাদেরকে আসহাবে তারজীহ বলা হয়। যেমন– হেদায়া গ্রন্থ প্রণেতা বুরহানুদ্দীন মারগিনানী রহ. ও তাঁদের সমকক্ষ ফকীহগণ এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। তারা রেওয়াতের যুক্তি ও কিয়াস দিয়ে এক হুকুমকে অন্য হুকুমের ওপর বা এক রেওয়ায়েতকে অন্য রেওয়ায়েতের ওপর প্রাধান্য দিতে সক্ষম ছিলেন।

স্তর-৬

এ স্তরের ফুকাহাদেরকে আসহাবে তামীয বলা হয়। তারা উত্তম, মধ্যম, অধম, প্রকাশ্য মাযহাব, প্রকাশ্য রেওয়ায়েত ও বিরল রেওয়ায়েতসমূহের মধ্যে পার্থক্য করতে পারতেন। 'কান্যুদ দাকায়ক' গ্রন্থ প্রণেতা, মুখতাসার প্রণেতা, মাজমা প্রণেতা ও তাঁদের সমকক্ষ ফকীহগণ এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। তাদের কিতাবে শুধু ঐসব মতবাদ ও মাসয়ালা লিপিবদ্ধ করেছেন যা পূর্ববর্তী আলেমগণ সঠিক বলে মতামত দিয়েছেন।

স্তর-৭

এ স্তরে রয়েছেন আলিমগণ। এ স্তরের আলিমগণের ব্যাপারে প্রচার পাওয়া কথা হলো– 'এ স্তরের আলিমগণের মাসয়ালার মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা নেই। ভালো মন্দের মধ্যে তফাত করার মতো যোগ্যতা তাদের নেই। তারা শুধু মাসয়ালা শিক্ষা করে থাকেন। ফতোয়া দেওয়া তাদের জন্য জায়েজ নেই। তারা শুধু ইতিহাসের মতো মাসয়ালা বর্ণনা করতে পারবেন। আর যদি কোনো আলিম কুরআন হাদীস থেকে সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করে আমল করতে পারেন, তার জন্য তাকলীদ (অন্ধ-অনুসরণ) প্রয়োজন নেই। তবে তাদের সংখ্যা বিরল। যেমন– ইমাম বুখারী, আওযায়ী, সাওরী, আলবানী, শাইখ আব্দুল্লাহ বিন বাজ রাহিমাহুমুল্লাহ ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ।
(হেদায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশের পুনর্মুদ্রণ, মে-২০০৫ খ্রি. পৃ. ৫২ এবং মুসলিম ব্যক্তিগত আইন, পৃ-২৩)।

প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের চার ইমামের জীবনকাল ও তাঁদের রচিত গ্রন্থসমূহ

ক. ইমাম আবু হানিফা রহ.

জীবনকাল : ৮০-১৫০ হিজরী

রচিত গ্রন্থসমূহ

১. কিতাবুল আসার

- হাসান বিন যিয়াদ রহ. বলেন– ইমাম আবু হানীফা রহ. চল্লিশ হাজার হাদীস থেকে বাছাই করে "কিতাবুল আসার" নামক গ্রন্থটি সংকলন করেন।
  (আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাজার, *আল-খইরাতুল হিসান ফী মানাকিবিল ইমামিল আ'জম আবী হানিফা আন-নু'মান*, পৃ. ২১১)
- শায়েখ আবুল ওয়াফা রহ. বলেন– রসুল স.-এর হাদীস ও আসারে সাহাবাকে বিভিন্ন অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত করে সর্বপ্রথম কিতাব হলো ইমাম আযম রহ. রচিত "কিতাবুল আসার"।
  ইলমুল মুসলিমীন, খ. ৫, পৃ. ২৯১

২. মুসনাদে ইমাম আবু হানীফা রহ.
এ কিতাবটি বর্তমানে পৃথিবী বিখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী রহ.-এর তাহকীকসহ পাওয়া যায়।

৩. আল ফিক্বহুল আকবার
এ গ্রন্থটিও মোল্লা আলী ক্বারী রহ.-এর ব্যাখ্যাসহ পাওয়া যায়।

৪. রিসালাতু আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম

৫. রিসালাতু ইলা উসমান আল বাত্তী

৬. কিতাবু আর রাদ্দু আলাল ক্বাদরিয়া

৭. আল ইলমু শারকান ও গারবান ওয়া বাদান ওয়া কারবান

৮. জামি সগীর

৯. জামি কাবীর

১০. ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মাযহাবের লিখিত অন্যান্য গ্রন্থ

- মুখতাসারুল কুদূরী : লেখক– আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আবুল হাসান আল-কুদূরী।
- কানযুদ দাকায়ক : লেখক– আবুল বারাকাত আন-নাসাফী।
- হিদায়া : লেখক– আ'লী বিন আবূ বকর আল-ফারগানী আল-মারগিনানী।
- শামী : লেখক– ইবনে আবেদীন শামী।

খ. ইমাম মালিক রহ.

জীবনকাল : ৯৩-১৭৯ হিজরী

রচিত গ্রন্থসমূহ

১. মুওয়াত্ত্বা

এটা সর্বজন স্বীকৃত সত্য যে, সহীহুল বুখারী সঙ্কলনের পূর্বে মুওয়াত্ত্বাই সর্ববিশুদ্ধ গ্রন্থ ছিল। ইমাম শাফি'ঈ রহ. বলেন : 'কিতাবুল্লাহ অর্থাৎ আল-কুরআনের পরই সর্বাধিক বিশুদ্ধ গ্রন্থ হলো ইমাম মালিক রহ.-এর 'মুওয়াত্ত্বা'।

(হাসান আবুল আসবাল আয-যুহাইরী, *শারহে কিতাবুল বাহিছ আল-হাছীছ*, খ. ১, পৃ. ৬)

২. আল মুদাওওয়ানাতুল কুবরা।

গ. ইমাম শাফেয়ী রহ.

জীবনকাল : ১৫০-২০৪ হিজরী

রচিত গ্রন্থসমূহ

১. আর রিসালাহ

২. কিতাবুল উম্ম

৩. ইমাম শাফেয়ী রহ.এর মাযহাবের লিখিত অন্যান্য গ্রন্থ–

- নিহায়াতুল মাতলাব ফি দিরায়াতিল মাযহাব
- মিনহাজুত তালিবীন ওয়া উমদাতুল মুফতীন।

ঘ. ইমাম আহমাদ রহ.

জীবনকাল : ১৬৪-২৪১হিজরী

রচিত গ্রন্থসমূহ

১. হাদীস গ্রন্থ "আল মুসনাদ"
২. আয যুহদ
৩. ফাযায়িলুস সাহাবাহ
৪. আল ঈলাল ওয়া মারিফাতির রিজাল
৫. আল ওয়ার
৬. কিতাবুস সালাত
৭. কিতাবুস সুন্নাহ ইত্যাদি।

ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করার বিষয়ে বর্তমান অবস্থা

ওপরে উল্লিখিত তথ্য থেকে সহজে বোঝা যায়– হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে শুরু করে তৃতীয় শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বর্তমান মুসলিম সমাজে থাকা ফিক্‌হশাস্ত্রের মূল গ্রন্থগুলো রচিত হয়। এরপর ঐ গ্রন্থসমূহের ব্যাখ্যাকারী অনেক গ্রন্থ বের হয়েছে। কিন্তু মূল তথ্যধারণকারী গ্রন্থগুলোর কোনো প্রকৃত সংস্করণ (Edition) বের হয়নি। অর্থাৎ প্রায় ১০০০ (এক হাজার) বছর আগের মনীষীগণের কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন ও সুন্নায় নেই এমন বিষয়ের গবেষণার মূল ফলাফলগুলোকে বর্তমানে সারা বিশ্বের ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় হুবহু পড়ানো হয়।

প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা ইসলামসম্মত কি না

আকল/Common sense/বিবেক

কয়েক বছরের ব্যবধানে পৃথিবীর মানবরচিত সকল ব্যাবহারিক গ্রন্থের নতুন সংস্করণ বের হয়। ঐ নতুন সংস্করণে আগের সংস্করণের অনেক বিষয় অপরিবর্তিত থাকে। কিছু বিষয় যথাযথ না হওয়ায় বাদ যায়। আর নতুন আবিষ্কৃত হওয়া কিছু বিষয় যোগ হয়। মানুষের জীবনের সাথে যে গ্রন্থগুলো অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত (চিকিৎসাবিদ্যা) সেগুলোর ব্যাপারে এটি অবধারিত। প্রয়োজনীয়, যৌক্তিক এবং কল্যাণকর বলেই এটি করা হয়।

প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থসমূহ আল্লাহ তা'য়ালা, রসুল স. বা সাহাবাগণ রচনা করেননি। রচনা করেছেন সাহাবীগণের পরের স্তরের মানুষেরা। আর এটি মানুষের জীবনের সাথে অতীব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। তাই উল্লিখিত উদাহরণের আলোকে আকল/Common sense/বিবেকের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– ফিক্‌হশাস্ত্রের সংস্করণ বের করা প্রয়োজনীয়, যৌক্তিক ও কল্যাণকর।

♣♣ ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা (প্রবাহচিত্র) অনুযায়ী যেকোনো বিষয়ে আকল/Common sense/বিবেকের রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই, এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা ইসলামসম্মত।

আল কুরআন

তথ্য-১

..... قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ط .....

বলো– যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি কখনও সমান হতে পারে?

(সুরা আয-যুমার/৩৯ : ৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে মানুষকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– যাদের জ্ঞান বেশি আর যাদের জ্ঞান কম তারা কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা করাসহ কোনো দিক দিয়ে সমান হতে পারে না। দিন যত যাচ্ছে মানবসভ্যতার জ্ঞান তত বাড়ছে। তাই এ আয়াতের ভিত্তিতে বলা যায়– সভ্যতার জ্ঞানের উৎকর্ষতার কারণে অনেক ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মানুষদের তুলনায় পরবর্তী মানুষেরা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য অধিক ভালো অনুধাবন ও ব্যাখ্যা করতে পারবে। তাই এ আয়াত অনুযায়ী– পরবর্তীদের মাধ্যমে পূর্ববর্তীদের প্রণয়ন করা ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা ইসলামসম্মত।

তথ্য-২

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ .

যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার (কুরআন) দিকে ও রসুলের (সুন্নাহ) দিকে আসো। তারা বলে, আমাদের পূর্বপুরুষদের যার ওপর পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তাদের পূর্বপুরুষগণ কোনো বিষয়ে (সঠিক) জ্ঞান লাভ না করে থাকলে এবং (ফলস্বরূপ ঐ ব্যাপারে) সঠিক পথপ্রাপ্ত না হয়ে থাকলেও (তারা কি তাদের অনুসরণ করবে)?

(সুরা আল-মায়েদা/৫ : ১০৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি রসুল স.-এর যুগের কাফির-মুশরিকদের লক্ষ্য করে বলা হলেও এর শিক্ষা সর্বজনীন। অর্থাৎ এর শিক্ষা সকল যুগের সকল ধর্মবিশ্বাসের (অমুসলিম ও মুসলিম) মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

আয়াতটি থেকে জানা যায়, তৎকালীন কাফির-মুশরিকদের কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে আসতে বলা হলে তারা বলতো– 'আমাদের পূর্বপুরুষদের যার ওপর পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট'। আয়াতটির ২য় অংশে কাফির-মুশরিকদের ঐ কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর দেওয়া বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। সে বক্তব্য হলো– 'তাদের পূর্বপুরুষগণ কোনো বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ না করে থাকলে এবং ফলস্বরূপ ঐ ব্যাপারে সঠিক পথপ্রাপ্ত না হয়ে থাকলেও তারা কি তাদের অনুসরণ করবে'?

বাস্তবে দেখা যায়, বর্তমান যুগের মুসলিমদের কুরআন ও সুন্নাহর যুগের জ্ঞানের আলোকে করা সরাসরি বক্তব্যের দিকে ফিরে আসতে বললে প্রায় একই ধরনের কথা বলেন। সে কথা হলো– পূর্বের মনীষীগণ (আকাবির) কুরআন ও সুন্নাহর অর্থ ও ব্যাখ্যা করে যে সিদ্ধান্ত তাদের রচিত ফিক্‌হগ্রন্থে

লিখে রেখে গেছেন তার বাইরের কোনো অর্থ ও ব্যাখ্যা আমরা গ্রহণ করবো না। আর এর কারণ হিসেবে তারা বলেন, তারা অনেক জ্ঞানী ছিলেন। তাহলে দেখা যায় কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে আসতে বললে তৎকালীন কাফির-মুশরিকরা যে কথা বলতো বর্তমান যুগের মুসলিমরা প্রায় সে ধরনের কথাই বলেন। তাই এ আয়াতের শিক্ষা বর্তমান যুগের মুসলিমদের জন্যও প্রযোজ্য হবে।

আয়াতটি থেকে কাফির-মুশরিকদের জন্য শিক্ষা : কুরআন ও সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) নির্ভুল। তাই নির্ভুল উৎস থেকে জ্ঞানার্জন না করার কারণে তাদের পূর্বপুরুষগণ জীবন সম্পর্কিত অনেক বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারেনি। এ জন্য তাদের সব কথা নির্ভুল মনে করে মেনে নেওয়া ঠিক হবে না। বরং ঐসব বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর কথা মেনে নেওয়া সঠিক হবে।

আর আয়াতটি থেকে বর্তমানের মুসলিমদের জন্য শিক্ষা : কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য সবসময় প্রযোজ্য। তাই মানবসভ্যতার জ্ঞান প্রয়োজনীয় স্তর পর্যন্ত না পৌঁছালে কুরআন ও সুন্নাহর কিছু বক্তব্য মানুষের বুঝে নাও আসতে পারে। এ জন্য সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে আগের মনীষীগণের কুরআন ও সুন্নাহর কিছু বিষয় বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে অনিচ্ছাকৃত ভুল হতে পারে। তাই কুরআন ও সুন্নাহর সকল বিষয়ে তাদের বুঝ, ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্ত অন্ধভাবে মেনে নেওয়া ঠিক হবে না। বরং ঐ সকল বিষয়ে যোগ্য মানুষদের যুগের জ্ঞানের আলোকে করা অর্থ ও ব্যাখ্যা গ্রহণ করা সঠিক হবে।

তাই আয়াতটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– সভ্যতার জ্ঞানের উৎকর্ষতার কারণে অনেক ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মানুষদের তুলনায় পরবর্তী মানুষেরা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য অধিক ভালো বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে। তাই এ আয়াত অনুযায়ীও বলা যায়– পরবর্তীদের মাধ্যমে পূর্ববর্বতীদের প্রণয়ন করা ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা ইসলামসম্মত।

তথ্য-৩

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ .

যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ করো; তখন তারা বলে, আমাদের পূর্বপুরুষদের যে রীতি-নীতির ওপর পেয়েছি আমরা

বরং তারই অনুসরণ করবো। তাদের পূর্বপুরুষেরা আকল/Common sense/বিবেক ব্যবহার করে বুঝতে না পারার দরুন সঠিক পথ না পেয়ে থাকলেও (কি তারা তাদের অনুসরণ করবে)?

(সুরা আল-বাকারা/২ : ১৭০)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতটিও তৎকালীন কাফির-মুশরিকদের লক্ষ্য করে বলা হলেও ২ নং তথ্যের আয়াতটির মতো এর শিক্ষাও সর্বজনীন।

আয়াতটি থেকে জানা যায় কাফির-মুশরিকদের কুরআনকে অনুসরণ করতে বলা হলে তারা অব্যবহিত পূর্বের আয়াতটির অনুরূপ বক্তব্য বলতো। সে বক্তব্য হলো– 'আমাদের পূর্বপুরুষদের যে রীতি-নীতির ওপর পেয়েছি আমরা বরং তারই অনুসরণ করবো'।

আয়াতটির ২য় অংশে কাফির-মুশরিকদের ঐ কথার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর দেওয়া বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। এ বক্তব্যটি ও অব্যবহিত পূর্বের আয়াতটির বক্তব্যের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে– পূর্বের আয়াতটির বক্তব্যের 'তাদের পূর্বপুরুষগণ কোনো বিষয়ে (সঠিক) জ্ঞান লাভ না করে থাকলে' কথাটির স্থানে এ আয়াতে 'তাদের পূর্বপুরুষেরা আকল/Common sense/বিবেক ব্যবহার করে বুঝতে না পারার দরুন' কথাটি বলা হয়েছে। তাই অব্যবহিত পূর্বের আয়াতটির মতো এ আয়াতের শিক্ষাও সকল যুগের কাফির-মুশরিক ও বর্তমান যুগের মুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য হবে।

আয়াতটি থেকে কাফির-মুশরিকদের জন্য শিক্ষা : মানুষের জ্ঞান যত বাড়ে তার আকল/Common sense/বিবেক তত উৎকর্ষিত হয়। আর Common sense যত উৎকর্ষিত হয় তার রায়ও তত সঠিক হয়। আবার ভুল শিক্ষা ও পরিবেশে Common sense অবদমিত হয়। অন্যদিকে কুরআনের বক্তব্য নির্ভুল এবং তা সর্বদা প্রযোজ্য। আর কয়েকটি অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহ) বিষয় বাদে কুরআনের সকল বক্তব্য Common sense-সম্মত। তাই এ আয়াত থেকে কাফির-মুশরিকদের জন্য শিক্ষা হলো– সভ্যতার জ্ঞান কম থাকায় পূর্বপুরুষদের Common sense বর্তমান যুগের মানুষের আকলের মতো উৎকর্ষিত ছিল না। তাই, জীবন সম্পর্কিত অনেক বিষয়ে পূর্বপুরুষদের ধারণা সঠিক ছিল না। বর্তমান সভ্যতার জ্ঞানের আলোকে উৎকর্ষিত হওয়া Common sense দিয়ে পর্যালোচনা করলে তারা সহজেই দেখতে পাবে যে, কয়েকটি অতীন্দ্রিয় বিষয় বাদে কুরআনের সকল বক্তব্য Common sense-সম্মত। তাই তাদের উচিত হবে পূর্বপুরুষদের হুবহু অনুসরণ না করে কুরআনকে হুবহু অনুসরণ করা।

আয়াতটি থেকে বর্তমান যুগের মুসলিমদের জন্য শিক্ষা : সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার জন্য Common sense উৎকর্ষিত না হওয়ায় পূর্বপুরুষগণের (আকাবির) কুরআনের কিছু বিষয় বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে ভুল হতে পারে। আর তাই কুরআন ও সুন্নাহর সকল বিষয়ে তাদের বুঝ, ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্ত অন্ধভাবে গ্রহণ ও অনুসরণ করা সঠিক হবে না।

তাই এ আয়াতের ভিত্তিতেও সহজে বলা যায়– সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে অনেক ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মানুষদের তুলনায় পরবর্তী মানুষেরা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য অধিক ভালো বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে। আর তাই এ আয়াত অনুযায়ীও– পরবর্তীদের মাধ্যমে পূর্ববর্তীদের প্রণয়ন করা ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা ইসলামসম্মত।

তথ্য-৪

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন মনের (মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেকের) অধিকারী হতে পারতো যার মাধ্যমে (কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়লে সঠিকভাবে) বুঝতে পারতো এবং এমন কানের অধিকারী হতে পারতো যা (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শোনার পর সঠিকভাবে বুঝার মতো) শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন হতো। প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা Common sense) যা অবস্থিত (সম্মুখ ব্রেইনের) সম্মুখভাগে (Fore brain)।

(সুরা আল হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির প্রথম অংশে বলা হয়েছে– মানুষ দেশ ভ্রমণ করলে কুরআন ও সুন্নাহ সঠিকভাবে বোঝার মতো Common sense এবং শ্রুতিশক্তির অধিকারী হতে পারে। এর কারণ হলো– পৃথিবী ভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানে থাকা বাস্তব (সত্য) বিষয় বা উদাহরণ দেখে জ্ঞান অর্জিত হয়। এর মাধ্যমে মানুষের মনে থাকা Common sense উৎকর্ষিত হয়। ঐ উৎকর্ষিত Common sense-এর মাধ্যমে মানুষ কুরআন ও সুন্নাহ পড়ে বা শুনে সহজে বুঝতে পারে। বর্তমানে জ্ঞানার্জনের উপায় হিসেবে ভ্রমণ করার সাথে যোগ হয়েছে–

- বিভিন্ন (বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি) বই পড়া
- Geographic channel দেখা

- Discovery channel দেখা ইত্যাদি।

আয়াতটির দ্বিতীয় অংশে মহান আল্লাহ প্রথম অংশে বলা বিষয়টি ঘটার কারণ বলে দিয়েছেন। সে কারণ হলো– মানুষের মনে তথা মনে থাকা Common sense-এ একটি বিষয় সম্পর্কে পূর্ব থেকে ধারণা না থাকলে বিষয়টি চোখে দেখে বা কানে শুনে মানুষ সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। এ কথাটিই ইংরেজিতে বলা হয় এভাবে– What mind does not know eye will not see. আর এ বিষয়ের বাস্তব উদাহরণ হলো চিকিৎসা বিজ্ঞানের চিরসত্য শিক্ষা– রোগের লক্ষণ (Symtoms & Sign) আগে মাথায় না থাকলে রোগী দেখে সঠিক রোগ নির্ণয় (Diagnosis) করা যায় না।

কুরআন ও সুন্নাহর বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই, মানবসভ্যতার জ্ঞান যত বৃদ্ধি পাবে কুরআন ও সুন্নাহ বোঝা ও ব্যাখ্যা করা তত সহজ হবে। তাই এ আয়াতের ভিত্তিতেও বলা যায়– পরবর্তীদের মাধ্যমে পূর্ববর্তীদের প্রণয়ন করা ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা ইসলামসম্মত।

তথ্য-৫.১

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا .

তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না, নাকি তাদের মনে তালা লেগে গেছে?

(সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪)

তথ্য-৫.২

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ..... .

তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না?

(সুরা নিসা/৪ : ৮২)

তথ্য-৫.৩

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ؕ قُلْ فِيْهِمَاۤ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۫ وَاِثْمُهُمَاۤ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ؕ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۬ ؕ قُلِ الْعَفْوَ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ.

তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো– এ দুটির মধ্যে রয়েছে অনেক ক্ষতি ও মানুষের জন্য কিছু উপকারিতা এবং তাদের ক্ষতি অনেক বেশি উপকারিতার চেয়ে। আর তারা তোমাকে আরও জিজ্ঞাসা করে

যে, তারা আল্লাহর পথে কী ব্যয় করবে? বলে দাও (প্রয়োজনের) অতিরিক্ত যা থাকে। এভাবে আল্লাহ আয়াতের মাধ্যমে (কোনো জিনিসের মূল তথ্য) তোমাদের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরেন যাতে তোমরা (তার সকল কল্যাণকর ও ক্ষতিকর দিক বের করা এবং তার মাধ্যমে মানবসভ্যতার কল্যাণ সাধনের জন্য) গবেষণা করতে পারো।

(সুরা আল বাকারা/২: ২১৯)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এখানে মদ ও জুয়ার অপকারিতা ও উপকারিতা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন– মদ ও জুয়ায় রয়েছে অনেক অপকারিতা এবং কিছু উপকারিতা। তিনি আরো বলেছেন, মদ ও জুয়ার খারাপ দিকটা ভালো দিকের থেকে অনেক বেশি। তারপর তিনি আল কুরআনের এসব বক্তব্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে বলেছেন। কারণ তা করলে মানুষ জানতে পারবে– ঐ সব অপকারিতা ও উপকারিতা কী কী এবং তাতে মানবসভ্যতা উপকৃত হবে।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : এ ধরনের বেশ কয়েকটি স্থানে মহান আল্লাহ মানুষকে কুরআনের আয়াত নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে বলেছেন বা চিন্তা-গবেষণা না করার জন্য কঠোরভাবে তিরস্কার করেছেন। ঐ সকল বক্তব্যে তিনি কোনো বিশেষ যুগের মানুষকে নির্দিষ্ট করেননি। অর্থাৎ আল্লাহ সকল যুগের মানুষকে কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার জন্য বলেছেন। কারণ– কুরআনের বিষয়গুলো সর্বদা প্রযোজ্য। তাই, মানবসভ্যতার জ্ঞান যত বৃদ্ধি পাবে কুরআন বোঝা ও ব্যাখ্যা করা তত সহজ হবে। এ তথ্যটা অন্য আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা যেভাবে জানিয়ে দিয়েছেন–

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ .....

শীঘ্রই আমরা দিগন্ত এবং তাদের নিজেদের শরীরের মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) তাদেরকে দেখাতে থাকবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য।

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর সুরা আলে ইমরানের ৭নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনের অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা তিনি ছাড়া কেউ জানেন না।

তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত হতে থাকবে। এ

আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য বলে প্রমাণিত হবে।

তাই, কুরআনের আয়াত নিয়ে গবেষণা করতে বলা আয়াতসমূহের দৃষ্টিকোণ থেকেও প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা শুধু বৈধই নয় মহাকল্যণকরও বটে।

♣♣ ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী নীতিমালা (প্রবাহচিত্র) অনুযায়ী– কোনো বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (আকল/Common sense/বিবেক অথবা বিজ্ঞানের রায়) যদি কুরআন সমর্থন করে তবে ঐ প্রাথমিক রায় হবে বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। পুর্বেই আমরা জেনেছি যে, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– পরবর্তীদের মাধ্যমে পূর্ববর্বতীদের প্রণয়ন করা ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা ইসলামসম্মত। ওপরে উল্লিখিত কুরআনের আয়াতগুলো ঐ প্রাথমিক রায়কে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই এ পর্যায়ে বলা যায় যে, ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– পরবর্তীদের মাধ্যমে পূর্ববর্বতীদের প্রণয়ন করা ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা ইসলামসম্মত।

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الإِمَام البُخَارِى .... عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَرَجُلٌ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ فَقَالَ أَلَيْسَ ذُو الْحَجَّةِ قُلْنَا بَلَى قَالَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ

فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

ইমাম বুখারী রহ. আবূ বকর রা.-এর বর্ননা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ বকর রা. বলেন, কুরবানীর দিন নবী স. আমাদের খুতবা দিলেন এবং বললেন– তোমরা কি জানো আজ কোন দিন? আমরা বললাম– আল্লাহ ও তাঁর রসুল স. সবচেয়ে বেশি জানেন। নবী স. নীরব হয়ে গেলেন। আমরা ধারণা করলাম সম্ভবত নবী স. এর নাম পাল্টিয়ে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন– এটি কি কুরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন– এটি কোন মাস? আমরা বললাম– আল্লাহ ও তাঁর রসুল স.-ই সবচেয়ে বেশি জানেন। তিনি নীরব হয়ে গেলেন। আমরা মনে করতে লাগলাম, হয়তো তিনি এর নাম পাল্টিয়ে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন– এ কি যিলহজ্জের মাস নয়? আমরা বললাম, হ্যাঁ। অতপর তিনি বললেন– এটি কোন শহর? আমরা বললাম– আল্লাহ ও তাঁর রসুল স.-ই সবচেয়ে বেশি জানেন। আল্লাহর রসুল স. নীরব হয়ে গেলেন। ফলে আমরা ভাবতে লাগলাম– হয়তো তিনি এর নাম বদলিয়ে অন্য নামে নামকরণ করবেন। তিনি বললেন– এ কি সম্মানিত শহর নয়? আমরা বললাম– নিশ্চয়ই। তোমাদের জান এবং তোমাদের মাল তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাতের দিন পর্যন্ত তোমাদের জন্য এমন সম্মানিত যেমন সম্মান রয়েছে তোমাদের এ দিনের, তোমাদের এ মাসের এবং তোমাদের এ শহরের। নবী স. সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেন– শোনো! আমি কি পৌঁছিয়েছি তোমাদের কাছে? সাহাবীরা বললেন, হ্যাঁ (হে আল্লাহর রসুল)। তিনি বললেন– হে আল্লাহ সাক্ষী থাকুন! অতঃপর তিনি বললেন– **উপস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তি যেন অনুপস্থিতদের কাছে (আমার দাওয়াত) পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, যাদের কাছে পৌঁছানো হবে তাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তি থাকবে যে শ্রবণকারীর চেয়ে অধিক অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণকারী হবে।** তোমরা আমার পরে পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করে কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করো না।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ১৬৫৪।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : রসুলুল্লাহ স.-এর দাওয়াত হলো কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য। একটি বক্তব্য বা তথ্য উপস্থিত ব্যক্তির অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটি রূপ হতে পারে– বর্তমান প্রজন্মের মানুষদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের

মানুষদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তাই, হাদীসটির বোল্ড করা অংশের একটি ব্যাখ্যা হবে– এক প্রজন্মের মানুষদের কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শোনার পর অন্য প্রজন্মের মানুষদের কাছে কথা, কাজ বা লেখার মাধ্যমে পৌঁছে দিতে হবে। কারণ, সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির কারণে অনেক ক্ষেত্রে পরের প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে এমন ব্যক্তি থাকবে যে পূর্বের প্রজন্মের মানুষদের তুলনায় কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য অধিক ভালো অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণ করতে পারবে। তাই হাদীসটির আলোকে সহজে বলা যায়– পরবর্তীদের মাধ্যমে পূর্ববর্তীদের প্রণয়ন করা ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা ইসলামসম্মত।

হাদীস নং-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ دَاوُدَ..... عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ.

ইমাম আবূ দাউদ রহ. যায়িদ বিন সাবিত রা.-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি মুসাদ্দাদ থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– যায়িদ বিন সাবিত রা. বলেন, আমি রসুলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির চেহারা আনন্দ-উজ্জ্বল করুন, যে আমার একটি কথা (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনেছে, তারপর তা স্মরণ রেখেছে, অন্যের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। **কেননা, অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের বাহক নিজের তুলনায় অধিক জ্ঞানের অধিকারীর কাছে জ্ঞান পৌঁছে দেয়।** আবার অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের বাহক নিজে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী নয়।

- আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং- ৩৬৬২
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ১ নং হাদীসটির মতো ব্যাখ্যা করে এ হাদীসটির আলোকেও সহজে বলা যায়– পরবর্তীদের মাধ্যমে পূর্ববর্তীদের প্রণয়ন করা ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা ইসলামসম্মত।

হাদীস নং-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ..... عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ نِصْفَ النَّهَارِ، قُلْنَا: مَا بَعَثَ إِلَيْهِ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا لِشَيْءٍ يَسْأَلُهُ عَنْهُ، فَقُمْنَا فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، سَأَلَنَا عَنْ

أَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ.

ইমাম তিরমিযী রহ. যাইদ ইবনু সাবিত রা.-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি মাহমূদ বিন গাইলান রহ. থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আব্দুল্লাহ ইবন আবান ইবনু 'ওসমান রহ. তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, কোনো একদিন যাইদ ইবনু সাবিত রা. ঠিক দুপুরের সময় মারওয়ানের কাছ থেকে বেরিয়ে আসলেন। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলাম, সম্ভবত কোনো ব্যাপারে প্রশ্ন করার জন্যই এ সময়ে মারওয়ান তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সুতরাং আমরা উঠে গিয়ে তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন– হ্যাঁ, তিনি আমার কাছে কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করেছেন, যা আমি রসুলুল্লাহ স.-এর কাছে শুনেছি। আমি রসুলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি– **আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির চেহারা আনন্দ-উজ্জ্বল করুন, যে আমার একটি কথা (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনেছে, তারপর তা স্মরণ রেখেছে এবং অন্যের কাছে পৌঁছে দিয়েছে।** কেননা, অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের বাহক নিজের জ্ঞানের তুলনায় অধিক জ্ঞানীর কাছে জ্ঞান পৌঁছে দেয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের বাহক নিজে জ্ঞানী নয়।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং ২৬৫৬।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ১ নং হাদীসটির মতো ব্যাখ্যা করে এ হাদীসটির বোল্ড করা অংশের আলোকেও সহজে বলা যায়– পরবর্তীদের মাধ্যমে পূর্ববর্তীদের প্রণয়ন করা ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা ইসলামসম্মত।

ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করার বিষয়ে মুসলিম মনীষীগণের বক্তব্য

কুরআন, সুন্নাহ ও আকল অনুযায়ী যে বিষয়টি সঠিক তার সমর্থনকারী কথা ইসলামের প্রকৃত মনীষীগণ বলবেন এটিই স্বাভাবিক। আর তার বিরোধী কথা ইসলামের প্রকৃত মনীষীগণের কথা হতে পারে না এ ব্যাপারেও কোনো মুসলিমের সন্দেহ থাকা উচিত নয়। ঐ ধরনের কথা হবে তাঁদের নামে চালিয়ে দেওয়া কথা।

চলুন এখন, 'ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা বৈধ' কথাটি ইসলামের প্রকৃত মনীষীগণ কীভাবে বলেছেন তা জানা যাক–

তথ্য-১

ইমাম আবু হানিফা (৮০-১৫০ হি.) বলেন–

إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ.

(আমার সিদ্ধান্তের বিপরীতে) যদি সহীহ হাদীস পাওয়া যায় তবে তাই আমার মাযহাব।

[মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-খামীস, *উসূলুদ্দিন ইন্দাল ইমাম আবী হানিফা*, (সৌদিআরব : দারুস সুমাইঈ), ভূমিকা, পৃ. ৬]

তথ্য-২

ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯ হি.) বলেন–

'কোনো ব্যক্তির কথা গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি তা রসুলুল্লাহ স.-এর কথার বিপরীত হয়।'

(ড. আবূ গুদ্দাহ আব্দুস সাত্তার, *আল-ওয়াহদাতুল ইসলামিয়্যাহ মানহাজিয়্যাতুল মুকারানাহ বাইনাল মাজাহিবিল ফিকহিয়্যাহ*, **মাজাল্লাতু মাজমাউল ফিকহিল ইসলামিয়্যাহ**, খ. ১১, পৃ. ৭৪৬)

তথ্য-৩

ইমাম শাফেয়ী (১৫০-২০৪ হি.) বলেন–

إِذَا رَأَيْتُمْ كَلَامِي يُخَالِفُ الْحَدِيثَ فَاعْمَلُوا بِالْحَدِيثِ وَاضْرِبُوا بِكَلَامِي الْحَائِطَ.

'আমার কথা সহীহ হাদীসের বিপরীত দেখলে হাদীস অনুসারে আমল করো, আর আমার কথাকে দেয়ালে ছুড়ে ফেলে দাও।'

(ড. আবূ গুদ্দাহ আব্দুস সাত্তার, *আল-ওয়াহদাতুল ইসলামিয়্যাহ মানহাজিয়্যাতুল মুকারানাহ বাইনাল মাজাহিবিল ফিকহিয়্যাহ*, **মাজাল্লাতু মাজমাউল ফিকহিল ইসলামিয়্যাহ**, খ. ১১, পৃ. ৭৪৬)

তথ্য-৪

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬১-২৪১ হি.) বলেন–

لَا تُقَلِّدْنِي وَلَا تُقَلِّدْ مَالِكًا وَلَا الشَّافِعِيَّ وَلَا الْأَوْزَاعِيَّ وَلَا الثَّوْرِيَّ وَخُذْ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا.

তোমরা আমার অনুসরণ করো না, না শাফেয়ীর, না আওযায়ীর, না সাওরীর, বরং আহকামকে গ্রহণ করো যেখান থেকে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন (কুরআন ও হাদীস)।

(আলী ইবন নায়িফ আশ-শুহুদ, *মাওসূআতুর রদ্দি আলাল মাজাহিবিল আল-ফিকরিয়্যাতিল আল-মুআসারাহ*, খ. ৬৪, পৃ. ৩৭।)

তথ্য-৫

আবু হানিফা রহ. ফতওয়া দেওয়ার সময় বলে দিতেন যে– এটি নুমান বিন সাবিতের রায়। আমার সাধ্যপক্ষে এটিই উত্তম মনে হয়েছে। এর চেয়ে উত্তম পেলে সেটিই সঠিকতর বলে গণ্য হবে।

(হুজ্জাতুল্লাহ, কায়রো : ১৯৩৬ খ্রি., খ. ১, পৃ. ৫৭)

তথ্য-৬

একদা ইমাম আবু হানিফা স্বীয় প্রধান শিষ্য আবু ইউছুফকে বলেন, তুমি আমার পক্ষ হতে কোনো মাসয়ালা বর্ণনা করো না। আল্লাহর কসম! আমি জানি না আমি নিজ সিদ্ধান্তে সঠিক না বেঠিক।

(খতীব আল বাগদাদী, *তারীখু বাগদাদ*, মিশর : ১৯৩১ খ্রি., খ. ১৩, পৃ. ৪০২)।

♣♣ উল্লিখিত বক্তব্যের মাধ্যমে মনীষীগণ জানিয়ে দিয়েছেন যে–

১. তাঁদের সকল হাদীস জানা ছিল না

এটাই স্বাভাবিক। কারণ, তখন হাদীস পুরোপুরি সংকলিত হয়নি। আর সকল হাদীস না জানার কারণে কুরআনের পরোক্ষ, একাধিক অর্থবোধক বা কুরআনে নেই এমন বিষয়ে কুরআনের অন্য তথ্য ও জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত উৎস আকল/Common sense/বিবেকের ভিত্তিতে তাঁদের দেওয়া সকল সিদ্ধান্ত বা ফতওয়া সঠিক নাও হতে পারে।

২. অধিক সঠিক সিদ্ধান্ত পাওয়া গেলে করণীয়

তাদের দেওয়া সিদ্ধান্তের চেয়ে অধিক সঠিক কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়া গেলে সেটিকে গ্রহণ করতে হবে।

♥♥ মনীষীগণের বলা এ সকল কথার আলোকে সহজে বলা যায় যে– ইসলামের সকল প্রকৃত মনীষী প্রয়োজন হলে তাঁদের সিদ্ধান্তকে (ফতওয়া) সংস্কার করতে বলেছেন। অর্থাৎ তাঁদের লেখা ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করতে বলেছেন।

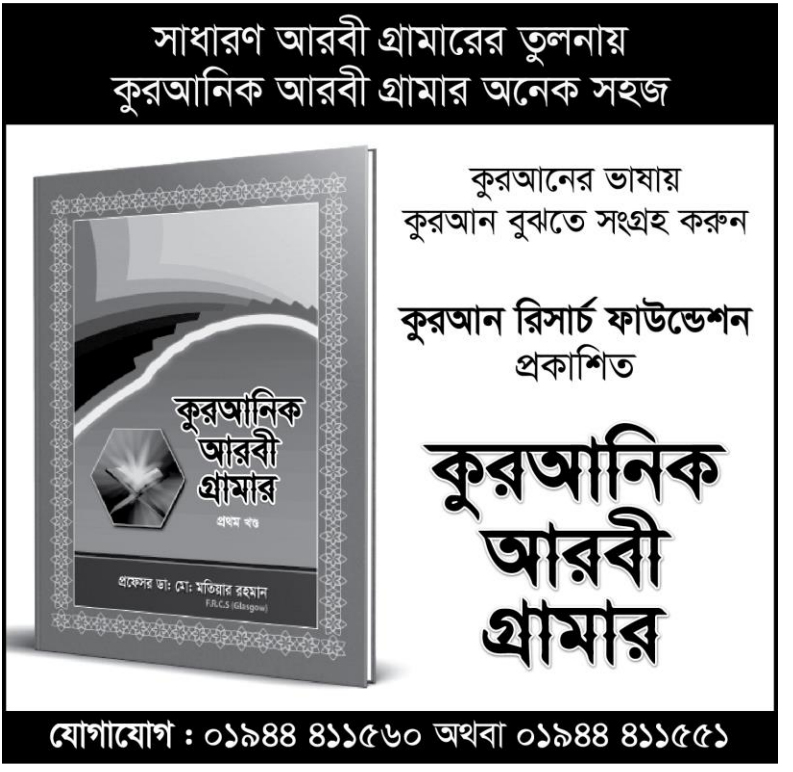

প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের না হওয়ার কারণ

ওপরের আলোচনা থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে জেনেছি–

১. ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা ইসলামসম্মত।

২. বিভিন্ন ধরনের বক্তব্যের মাধ্যমে ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করার বিষয়টিকে আল্লাহ তা'য়ালা ও রসুল স. বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

৩. ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করার বৈধতা ও গুরুত্ব আকল/Common sense/বিবেকের ভিত্তিতে সহজে জানা ও বোঝা যায়।

কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের প্রকৃত সংস্করণ বের হয়নি। প্রশ্ন হলো– কেন এটি হয়নি?

এ প্রশ্নের মাত্র দুটি উত্তর হতে পারে–

ক. ইসলামের প্রকৃত মনীষীগণ বিষয়টি বুঝতে পারেননি।

খ. প্রথম যুগের মনীষীগণের লেখা গ্রন্থ থেকে অনেক মৌলিক তথ্য বাদ দিয়ে সেখানে ভুল কথা লিখে দেওয়া হয়েছে। তারপর প্রথম যুগের মনীষীগণের রচিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ করা নিষিদ্ধ কথাটি প্রচার করে দেওয়া হয়েছে।

চলুন এখন এ দুটি বিষয়ের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা করা যাক–

ক. 'ইসলামের প্রকৃত মনীষীগণ বিষয়টি বুঝতে পারেননি' কথাটির গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

কোনো বিবেকবান মুসলিম এটি সঠিক বলতে পারেন না। কারণ, এটি বললে ইসলামের প্রকৃত মনীষীগণ কুরআন ও হাদীস বুঝতেন না এবং তাঁদের আকল/Common sense/বিবেকও ভীষণ দুর্বল ছিল বলতে হবে। এটি বললে মিথ্যা বলার অপরাধে অপরাধী হতে হবে (কবীরা গুনাহ হবে)।

খ. 'প্রথম যুগের মনীষীগণের লেখা গ্রন্থ থেকে অনেক মৌলিক তথ্য বাদ দিয়ে সেখানে ভুল কথা লিখে দেওয়া হয়েছে। তারপর প্রথম যুগের মনীষীগণের রচিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ করা নিষিদ্ধ কথাটি প্রচার করে দেওয়া হয়েছে' কথাটির গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা

এ কথার গ্রহণযোগ্যতা ৫টি দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করা যায়–

১. পছন্দমতো কথা না লেখা বা সঠিক কথা লেখার কারণে প্রথম দিকের মনীষীগণকে প্রচণ্ড অত্যাচার-নির্যাতন করা ও হত্যা পর্যন্ত করা।

২. প্রথম যুগের মনীষীগণের লেখা গ্রন্থ নষ্ট করে ফেলা।

৩. প্রথম যুগের মনীষীগণের রচিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা নিষিদ্ধ; এ তথ্য ধারণকারী বিভিন্ন কথা প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থে থাকা।

৪. কুরআন ও হাদীস সরাসরি না পড়ে প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থ পড়ে ইসলাম শিখতে বাধ্য বা উৎসাহিত করামূলক কথা প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থে থাকা।

৫. কুরআন, হাদীস ও আকলের সরাসরি বিপরীত অনেক মৌলিক ভুল তথ্য প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থে থাকা।

চলুন এখন এ ৫টি বিষয় দলিলভিত্তিক জানা ও পর্যালোচনা করা যাক–

১. পছন্দমতো কথা না লেখা বা সঠিক কথা লেখার কারণে প্রথম দিকের মনীষীগণকে প্রচণ্ড অত্যাচার-নির্যাতন করা ও হত্যা পর্যন্ত করা

ইসলামের প্রকৃত ইতিহাস যাদের জানা আছে তারা সকলেই জানেন যে, পছন্দমতো কথা না লেখা বা সঠিক কথা লেখার কারণে ইমাম আবু হানিফা রহ.-কে জেলে রেখে হত্যা ও অন্যান্য ইমামগণকে অমানুষিক নির্যাতন করা হয়েছিল। যারা এ কাজ করেছিল তারা ইমামগণের লেখা ফিক্‌হগ্রন্থসমূহ অপরিবর্তিত রেখেছিল, চরম বোকারাই কেবল এটি বলতে পারে। নিশ্চয় তারা ইমামগণের লেখা ফিক্‌হগ্রন্থের তথ্যও পরিবর্তন করে দিয়েছিল। সেই সময়ে ঐ ইমামগণের লেখা গ্রন্থের কপি ছিল মাত্র কয়েকটি। ঐ কয়েকটি কপিতে অনেক মূল তথ্য বাদ দিয়ে ভুল কথা লিখে দেওয়া ও তা প্রচার করে দেওয়া খুব সহজ বিষয় ছিল।

২. প্রথম যুগের মনীষীগণের লেখা গ্রন্থ নষ্ট করে ফেলা

ইতিহাসের দুটি সত্য ঘটনা থেকে এটি সহজে জানা যায়–

ক. দাজলা ও ফোরাত নদীর পানি কালো হয়ে যাওয়া

বাগদাদে যখন মুসলিমদের পতন হয়েছিল তখন দাজলা ও ফোরাত নদীর একদিকের পানি শহীদের রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল। আর অন্যদিকের পানি কালো হয়ে গিয়েছিল ইসলামের প্রকৃত মনীষীগণের লেখা গ্রন্থ পুড়িয়ে তার ছাঁই নদীতে ফেলে দেওয়ার কারণে।

খ. লাইব্রেরি পুড়িয়ে দেওয়া

স্পেনে যখন মুসলিমদের পতন হয়েছিল তখন লাইব্রেরিগুলো পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

♥♥ বাগদাদ ও স্পেনে যারা ঐ কাজ করেছিল তারা ইসলামের প্রকৃত মনীষীগণের লেখা গ্রন্থসমূহ শুধু নষ্ট করে ক্ষান্ত থেকেছিল, এটি ভাবাও চরম বোকামি। এটির করার কারণ ছিল– ইসলামের প্রকৃত মনীষীগণের লেখা গ্রন্থ নষ্ট করে দিয়ে মৌলিক ভুল তথ্য ধারণকারী গ্রন্থ লেখা এবং প্রকৃত মনীষীগণের নামে তা প্রচার করে দেওয়া।

৩. প্রথম যুগের মনীষীগণের রচিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ করা নিষিদ্ধ তথ্য ধারণকারী বিভিন্ন কথা প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থে থাকা

প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থে থাকা এ ধরনের কিছু তথ্য ও তার পর্যালোচনা–

তথ্য-১

❑ জ্ঞানের উৎস পরিবর্তন করে দেওয়া

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসের তালিকা পাল্টিয়ে দিয়ে উৎস হওয়ার যোগ্যতা রাখে না এমন বিষয়কে উৎসের তালিকায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন গ্রন্থে জ্ঞানের উৎসের তালিকা যেভাবে লিখে রাখা হয়েছে তার কয়েকটি নমুনা–

গ্রন্থ-১

❑ মাআলিমু উসূল আল-ফিকহ 'ইন্দা আহলি সুন্নাহ ওয়াল জামাআত

أصول العلم : الكتاب والسنة والاجماع والقياس.

জ্ঞানের উৎস : আল-কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস।

[ইবন হাসান, *মাআলিমু উসূল আল-ফিকহ 'ইন্দা আহলি সুন্নাহ ওয়াল জামাআত* (বৈরুত : দারু ইবনুল জাওজী, ১৪২৭ হি.), পৃ. ৩১।]

গ্রন্থ-২

❑ আল-মুফাস্‌সাল

প্রকৃত জ্ঞানের মূল উৎস চারটি। যথা : কুরআন, সুন্নাহ, কিয়াস ও ইজমা। (আলী ইবন নায়িফ আশ-শুহুদ, *আল-মুফাস্‌সাল*, খ. ৩, পৃ. ৭২।)

গ্রন্থ-৩

❑ উসূলুশ শাশী মূলগ্রন্থ

فَإِنَّ أُصُوْلَ الْفِقْهِ أَرْبَعَةٌ: كِتَابُ اللهِ تَعَالَىٰ وَ سِنَّةُ رَسُوْلِهِ وَ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ وَ الْقِيَاسُ، فَلَا بُدَّ مِنَ الْبَحْثِ فِيْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَقْسَامِ لِيُعْلَمَ بِذَلِكَ تَخْرِيْجُ الْأَحْكَامِ.

নিশ্চয় ইসলামী ফিক্‌হের মূলনীতি (মূল উৎস) চারটি– আল্লাহর কিতাব, রসুলের সুন্নাহ, ইজমায়ে উম্মত এবং কিয়াস। সুতরাং উপরিউক্ত চারটি মূলনীতির (মূল উৎসের) প্রত্যেকটির সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা-পর্যালোচনা আবশ্যক। যাতে শরীয়াতের বিধিমালা উপস্থাপনের উদ্ভাবনী পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

(উসূলুশ শাশী, মূলগ্রন্থ, পৃষ্ঠা নং ৫। মূল লেখক– ইসহাক ইবনে ইবরাহীম, নিযামউদ্দিন শাশী নামে পরিচিত, জন্ম– শাশ, সমরকন্দ, রাশিয়া। মৃত্যু– ৩২৫ হি., মিসর)

গ্রন্থ-৪

❑ মাদ্রাসার পাঠ্যবই হিসেবে বাংলায় লেখা উসূলুশ শাশী

ইসলামী বিধানের মূল বুনিয়াদ (উৎস) হলো ৪টি– কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। কিয়ামত পর্যন্ত ঘটমান সকল সমস্যার সমাধান এ ৪টি থেকে বের করতে হবে। এর বাইরে ব্যক্তিগত জ্ঞান-গরিমা বা মেধার আলোকে (গবেষণা করে) যে যতই সুন্দর সুষ্ঠু সমাধান বের করবে ইসলামে তার কোনো মূল্য নেই।

(পেশ কালাম, উসূলুশ শাশী, প্রকাশক : আল-আকসা লাইব্রেরী, ঢাকা। প্রকাশ কাল-২০০৪)।

গ্রন্থ-৫

❑ ইসলামী অর্থনীতি

জ্ঞানের চারটি উৎস রয়েছে– ক. আল-কুরআন, খ. আল-হাদীস বা সুন্নাহ, গ. ইজমা এবং ঘ. ইজতিহাদ বা কিয়াস।

(এম এ হামিদ, *ইসলামী অর্থনীতি*, ভাষান্তর ও সম্পাদনা : প্রফেসর শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯খ্রি., পৃ. ১৪।)

সম্মিলিত পর্যালোচনা : এ তথ্যটির মাধ্যমে সমস্ত মুসলিম বিশ্বে চালু হয়েছে– ইসলামে জ্ঞানের উৎস চারটি কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। কিয়াস ও ইজমা হলো ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক গবেষণার ফল। গবেষণার ফল কখনো উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হবে তথ্যসূত্র (Reference)। পৃথিবীতে যারা গবেষণা করেন তারা সকলেই এটি জানেন। তাই, ইসলামের প্রকৃত মনীষীগণ এটি বুঝতে পারেননি তা হতেই পারে না। আর এটি যে ইসলামের প্রকৃত মনীষীগণের বক্তব্য নয় তা আরো নিশ্চয়তা সহকারে বলা যাবে, এ কথাটির মাধ্যমে ইসলামের যে মহাক্ষতি করা হয়েছে তা জানলে।

ক্ষতি-১

এ তথ্যের মাধ্যমে ইসলামী জ্ঞানের উৎসের তালিকা থেকে আল্লাহ প্রদত্ত একটি উৎসকে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং সে স্থানে জ্ঞানের উৎস হতে পারে না এমন দুটি বিষয়কে (ইজমা ও কিয়াস) ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহ প্রদত্ত সে উৎসটিকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে যেটি সকল মানুষের কাছে সবসময় থাকে এবং যেটি ইসলামের ঘরের আল্লাহ তা'য়ালার নিয়োগ দেওয়া দারোয়ান হিসেবে কাজ করে। সে উৎসটি হলো– আকল (عَقْلٌ), Common sense, বোধশক্তি, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান। আর এর ফলস্বরূপ বাড়ির গেটে দারোয়ান না থাকলে যা ঘটে তাই ঘটেছে। দারোয়ান গেটে না থাকলে মালিক ১০ তলায় বসে থাকলেও সম্পদ চুরি হয়ে যায়। তেমনি আল্লাহ প্রদত্ত এবং দারোয়ান ধরনের উৎসটি ইসলামের ঘরের গেটে না থাকায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ (তথ্য/জ্ঞান) চুরি হয়ে গেছে।

প্রকৃতভাবে জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস হলো তিনটি–

১. কুরআন
২. সুন্নাহ
৩. আকল/Common sense/বিবেক।

উৎস তিনটির মধ্যে তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য–

- কুরআন : আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান।
- সুন্নাহ : আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।
- আকল/Common sense/বিবেক : জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান।

আর উৎস তিনটির মধ্যে ব্যাবহারিক (Practical) পার্থক্য–

- কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা) : মালিক এবং মূল ব্যাখ্যাকারী।
- সুন্নাহ (রসুল স.) : মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী।
- আকল/Common sense/বিবেক : মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান।

ক্ষতি-২

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহারের যে অসাধারণ প্রবাহচিত্র (Flow chart)/নীতিমালা কুরআন ও সুন্নায় আছে তা মুসলিম জাতি আলোতে আনতে পারেনি। নীতিমালাটি হলো–

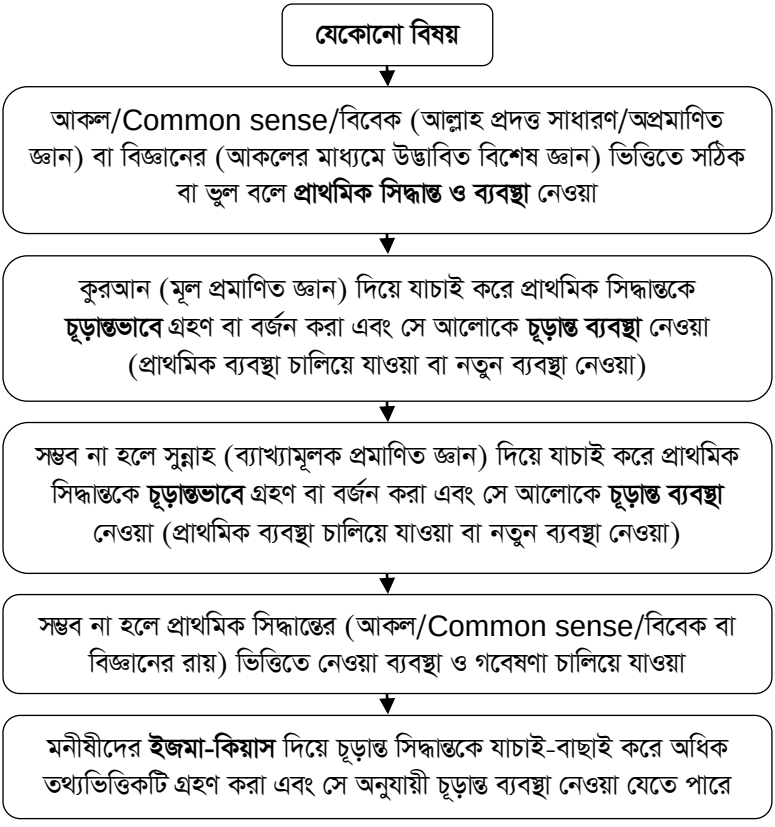

ক্ষতি-৩

সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির ফলে উন্নত হওয়া আকল/Common sense/বিবেক ব্যবহার করে কুরআন ও সুন্নাহর যুগোপযোগী ব্যাখ্যা করার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে ইসলামকে শ্রেষ্ঠ জীবনব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রাখতে এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে মুসলিম উম্মাহ ব্যর্থ হয়েছে এবং হচ্ছে।

ক্ষতি-৪

জ্ঞানের প্রচলিত উৎসের তালিকায় উৎসগুলো লেখার ক্রম দেখলে মনে হয়, জ্ঞানার্জনের নীতিমালায় কুরআনকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তারপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সুন্নাহকে। আর সবচেয়ে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ইজমা ও কিয়াস তথা ইজমা ও কিয়াস ধারণকারী ফিক্‌হগ্রন্থকে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তা মোটেই নয়। জ্ঞানার্জনের প্রচলিত ইসলামী নীতিমালায়

কুরআন ও হাদীসকে কোনো স্থান দেওয়া হয়নি। সবটুকু স্থান দেওয়া হয়েছে প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থকে। এটি 'কাজীর গরু খাতায় আছে কিন্তু গোয়ালে নেই'-খনার বচনটির একটি চমৎকার উদাহরণ। প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থে উল্লেখ থাকা অনেক তথ্য এ কথার প্রমাণ। আর ঐ তথ্যসমূহ থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায়–

১. প্রচলিত জ্ঞানের উৎসের তালিকায় থাকা ইজমা ও কিয়াস বলতে বুঝানো হয়েছে ইসলামের প্রাথমিক যুগের মনীষীগণের ইজমা ও কিয়াস।
২. ইজমা ও কিয়াস ধারণকারী ফিক্‌হগ্রন্থের কোনো সংস্করণ করা যাবে না। তথ্যগুলো পরে আসছে।

তথ্য-২

৭ম স্তরের আলিমগণের (ইমাম বুখারী, আওযায়ী, সাওরী রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের চেয়ে নিম্নমানের) মাসয়ালার মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষমতা নেই। ভালো-মন্দের পার্থক্য করার মতো যোগ্যতা তাঁদের নেই। তাঁহারা শুধু মাসয়ালা শিক্ষা করিয়া থাকেন। (কুরআন, হাদীস গবেষণা করে) ফতোয়া (সিদ্ধান্ত/রায়) দেওয়া তাদের জন্য জায়েয নেই। তাঁহারা শুধু (প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থ মুখস্থ করে) ইতিহাসের মতো মাসয়ালা বর্ণনা করিতে পারিবেন। (*হেদায়া*, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশের পুনর্মুদ্রণ, মে ২০০৫ খ্রি. পৃ. ৫২ এবং মুসলিম ব্যক্তিগত আইন, পৃ. ২৩)

তথ্যটির পর্যালোচনা : ইমাম বুখারী, আওযায়ী, সাওরী রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের পরের প্রজন্মের কোনো ব্যক্তির, উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের সমান বা উচ্চ মান দাবি করা বা দাবি করলে তা গ্রহণযোগ্য হওয়া প্রায় অসম্ভব। তাই, এ তথ্যের মাধ্যমে প্রকৃতভাবে প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা নিষিদ্ধ কথাটিই প্রচার করা হয়েছে।

তথ্য-৩

'১ম ও ২য় যুগের (হিজরী ২য় শতাব্দী থেকে ৭ম শতাব্দীর মধ্যভাগ) মুজতাহিদগণ (গবেষকগণ) এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ফিক্‌হশাস্ত্র দান করে গিয়েছেন যাতে মানবজীবনের প্রত্যেকটি সমস্যারই সমাধান রয়েছে। ... ... অতএব এখন ইজতিহাদ (গবেষণা) করার অর্থ জ্ঞাত বিষয়কে জানার চেষ্টা করে সময় ও শক্তির অপচয় করা ব্যতীত অন্যকিছু হবে না'।

(হেদায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২য় প্রকাশের পুনর্মুদ্রণ, মে ২০০৫ খি., পৃষ্ঠা-৫২, কওমী এবং আলীয়া মাদ্রাসার পাঠ্যবই; মূল লেখক : বোরহান উদ্দিন আল মারগিনানী। জন্ম- ৫১১ হি., মৃত্যু-৫৯৩ হি.)

তথ্যটির পর্যালোচনা : এখানে বলা হয়েছে প্রথম যুগের মনীষীগণের রচিত ফিক্‌হগ্রন্থে মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধান আছে। তাই, গবেষণার মাধ্যমে নতুন তথ্য উদঘাটন করে ঐ স্থানে যোগ করা বা ঐ গ্রন্থের কোনো তথ্য বাদ দেওয়ার চেষ্টা করা সময় ও শক্তির অপচয়। কোনো কিছু অপচয় করা কবীরা গুনাহ। তাই এ বক্তব্যের মাধ্যমে প্রকৃতভাবে জানানো হয়েছে– প্রথম যুগের মনীষীগণের রচিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা কবীরা গুনাহ তথা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

তথ্য-৪

৪র্থ ও ৫ম যুগের (হিজরী সপ্তম শতকের আগের) ফকীহগণ এমন একটি পূর্ণাঙ্গ ফিক্‌হশাস্ত্র বা ইসলামী আইনশাস্ত্র তৈরি করে গিয়েছেন যাতে মানবজীবনের প্রত্যেকটি সমস্যার সমাধান রয়েছে। অতএব এখন ইজতিহাদ (গবেষণা) করার অর্থ হলো জ্ঞাত বিষয়কে জানার জন্য অযথা চেষ্টা করে সময় ও শক্তির অপচয় করা। হ্যাঁ, যদি এমন কোনো সমস্যার উদ্ভব হয় যার সমাধানের উপলক্ষ্য সে যুগের কিতাবসমূহে নেই তবে অবশ্যই ইজতিহাদ (গবেষণা) করতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে ইজতিহাদের দ্বার চিরকালই খোলা আছে এবং থাকবে। এতে কারো কোনো মতভেদ নেই।
(ফিকহে হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪, পৃ. ৭৯, প্রকাশক ড. আ. ন. ম. আবদুর রহমান)

তথ্যটির পর্যালোচনা : এ বক্তব্যের শিক্ষা হলো– **প্রথম যুগের** মনীষীগণ গবেষণা করে যে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত/রায় দিয়ে গিয়েছেন সে সকল বিষয়ে আর গবেষণা করা নিষিদ্ধ। তবে নতুন সমস্যা, যার সমাধান সে যুগের কিতাবসমূহে নেই সেগুলো নিয়ে গবেষণার দ্বার খোলা আছে। তাই এ বক্তব্যের মাধ্যমে প্রকৃতভাবে শেখানো হয়েছে– **প্রথম যুগের** মনীষীগণের রচিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা নিষিদ্ধ।

তথ্য-৫

জুমু'আর খুতবার ২য় অংশে সনদ সহীহ একটি হাদীসের এমন এক অংশ পাঠ করা হয় যার ব্যাখ্যা থেকে বের হয়ে আসে– প্রথম যুগের ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা যাবে না। এর মাধ্যমে সারা বিশ্বের মুসলিমদের তথ্যটি প্রতি সপ্তাহে একবার মনে করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ হাদীসটি পড়লে বা অন্য সহীহ হাদীসের সাথে মিলালে ঐ ধরনের তথ্য বের করার কোনো সুযোগ নেই।

জুম'আর খুতবায় উল্লেখ থাকা তথ্যটি হলো–

خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ .....

... ... যুগের মধ্যে, আমার যুগের মানুষেরা সবচেয়ে বেশি উত্তম, অতঃপর পরবর্তী যুগ, অতঃপর পরবর্তী যুগ ... ...

ব্যাখ্যা : হাদীসটির এ অংশটুকুর ব্যাখ্যা থেকে যে তথ্য বের হয়ে আসে তা হলো–

সাহাবা যুগের মানুষ সবচেয়ে বেশি উত্তম, অতঃপর তাবেয়ী যুগের, অতঃপর তাবে-তাবেয়ী যুগের

↓

সাহাবা, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ী যুগের মানুষ জ্ঞান, ঈমান ও আমলে পরবর্তী যুগের মানুষদের চেয়ে উত্তম

↓

তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ী যুগের মানুষ কর্তৃক কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা করে রচিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ পরবর্তী যুগের মানুষ কর্তৃক বের করা বৈধ হবে না। কারণ, ঐ যুগের মানুষ জ্ঞানে উত্তম ছিল।

তাই, এ হাদীসাংশের ব্যাখ্যা থেকে বের হয়ে আসে যে– প্রথম যুগের মনীষীগণের রচিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা যাবে না।

সম্পূর্ণ হাদীসটি হলো–

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ... ... ... عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَكَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالعَهْدِ وَنَحْنُ صِغَارٌ.

ইমাম বুখারী রহ. আবদুল্লাহ রা. এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন কাসীর থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবদুল্লাহ রা. বলেন, নবী স. বলেছেন, আমার উম্মাতের সর্বোত্তম মানুষ আমার যুগের মানুষ (সাহাবীগণ)। অতঃপর তৎপরবর্তী যুগ। অতঃপর তৎপরবর্তী যুগ। অতঃপর এমন লোকদের আগমন হবে যাদের কেউ সাক্ষ্যদানের পূর্বে কসম এবং কসমের পূর্বে সাক্ষ্য দান করবে। ইব্রাহীম (নাখ্‌য়ী; রাবী) বলেন, ছোটো

বেলায় আমাদের মুরুব্বীগণ আল্লাহ্‌র নামে কসম করে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য এবং ওয়াদা-অঙ্গীকার করার কারণে আমাদেরকে মারধর করতেন।

◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৩৪৫১।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

পরিপূরক তথ্য ধারণকারী অন্য দুটি হাদীস–

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ..... قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ: فَمَا أَدْرِي: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ قَوْلِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهُمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذُرُونَ وَلاَ يَفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ.

ইমাম বুখারী রহ. ইমরান ইব্‌নু হুসায়ন রা. এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন বাশশার থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– ইমরান ইব্‌নু হুসায়ন রা. বলেন, নবী স. বলেছেন– তোমাদের মধ্যে আমার যুগের লোকেরাই সর্বোত্তম। তারপর এর পরবর্তী যুগের লোকেরা। তারপর এর পরবর্তী যুগের লোকেরা। ইমরান রা. বর্ণনা করেন, নবী স. এ কথাটি দুইবার কি তিনবার বলেছেন তা আমার স্মরণ নেই। তারপর এমন লোকেরা আসবে, যারা সাক্ষ্য দেবে অথচ তাদের সাক্ষ্য চাওয়া হবে না। তারা খিয়ানতকারী হবে। তাদের কাছে আমানত রাখা হবে না। তারা মানত করে তা পূরণ করবে না। তারা দেখতে মোটা তাজা হবে।

◆ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৬০৬৪।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ..... عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ: تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَكَانَ أَصْحَابُنَا يَنْهَوْنَا – وَنَحْنُ غِلْمَانٌ – أَنْ نَحْلِفَ بِالشَّهَادَةِ وَالعَهْدِ.

ইমাম বুখারী রহ. আবদুল্লাহ ইব্‌নু মাস'উদ রা. এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি সা'দ বিন হাফস থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবদুল্লাহ ইব্‌নু

মাস'ঊদ রা. বলেন– নবী স.-কে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, কোন মানুষ সর্বোত্তম? তিনি বললেন– আমার সময়ের মানুষ। এরপর তাদের পরবর্তী লোকেরা, এরপর তাদের পরবর্তী লোকেরা। এরপরে এমন লোক আসবে যে তাদের সাক্ষ্য কসমের ওপর অগ্রগামী হবে, আর কসম সাক্ষ্যের ওপর অগ্রগামী হবে। রাবী ইবরাহীম বলেন যে, আমরা যখন বালক ছিলাম তখন আমাদের সঙ্গীরা সাক্ষ্য এবং অঙ্গীকারের সঙ্গে কসম করতে নিষেধ করতেন।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৬২৮২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : জুমু'আর খুতবার ২য় অংশে যে সহীহ হাদীসের অংশবিশেষ পাঠ করে সারা বিশ্বের মুসলিমদের প্রতি সপ্তাহে একবার মনে করে দেওয়া হয় এবং যার ব্যাখ্যা থেকে বের হয়ে আসে– 'ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা যাবে না– সে মূল বক্তব্য ধারণকারী তিনজন সাহাবীর বর্ণনা করা তিনটি হাদীস ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এ তিনটি হাদীসের মূল বক্তব্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় রসুল স. বলেছেন– তাঁর পরের দুই বা তিন যুগের মানুষেরা তাদের পরবর্তী যুগের মানুষদের তুলনায় আমলে (আমল পালনের নিষ্ঠায়) উত্তম হবে। পরবর্তী যুগের মানুষেরা জ্ঞানে কেমন থাকবে তা হাদীসটিতে বলা হয়নি। আর এ জন্য সুচতুরভাবে খুতবায় সম্পূর্ণ হাদীসটি উল্লেখ না করে অংশবিশেষ উল্লেখ করা হয়েছে।

তাই, এ হাদীসাংশের ব্যাখ্যা থেকে প্রথম যুগের মনীষীগণের রচিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা যাবে না কথাটি বের করার কোনো সুযোগ নেই।

৪. কুরআন ও হাদীস সরাসরি না পড়ে প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থ পড়ে ইসলাম শিখতে বাধ্য বা উৎসাহিত করামূলক কথা প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থে থাকা

তথ্য-১

এমনি (ইসলামের প্রসারের) যুগসন্ধিক্ষণে তাবেয়ীদের যুগের শেষ দিকে সত্যের পুজারী আলেম সম্প্রদায়ের জামায়াত কুরআন ও সুন্নাহকে সামনে রেখে তাদের মূলনীতি অনুসরণ করে এমন আইনশাস্ত্র প্রণয়ন করলেন যা সর্বযুগে, সর্বদেশে, সকল অবস্থায় ও সকল সমস্যার সমাধানে সক্ষম। এটাই আজ দুনিয়ার বুকে ফিকহে ইসলামী নামে সুপ্রতিষ্ঠিত।

(*আল-মুখতাসারুল কুদুরী*, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২০০১ খি. সালের নতুন সংস্করণ যেটি জানুয়ারি ২০০৮ এ পুনর্মুদ্রণ হয়েছে; পৃ. ১০; মাদ্রাসার ৯ম ও ১০ম শ্রেণির পাঠ্যবই, মূল লেখক- মুহাম্মাদ ইবনে জাফর আল-কুদুরি। জন্ম-

৩৬২ হি., মৃত্যু-৪২৮ হি. এবং শরহে বেকায়া, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ৩য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০০৬ খি., পৃ. ৫, মাদ্রাসার একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যবই, মূল লেখক- উবায়দুল্লাহ ইবনে মাসউদ। মৃত্যু-৬৮০/৭৪৫/৭৪৭ হি.)

তথ্যটির পর্যালোচনা : এখানে বলা হয়েছে– তাবেয়ীদের যুগের শেষ দিকে রচিত প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থ সর্বযুগে, সর্বদেশে, সকল অবস্থায় মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম। সর্বযুগে, সবদেশে, সকল অবস্থায় মানবজীবনের সকল সমস্যার সমাধান দিতে পারে শুধুমাত্র আল-কুরআন। তাই এ কথার মাধ্যমে কুরআন ও প্রথম যুগের মনীষীগণের রচিত ফিক্‌হগ্রন্থকে সমমানের গ্রন্থ বলে প্রচার করা হয়েছে। আর এটি করার কারণ হলো– মুসলিমরা যাতে কুরআন সরাসরি না পড়ে প্রচলিত তথা প্রথম যুগের মনীষীগণের রচিত ফিক্‌হগ্রন্থ পড়ে ইসলামে শিখতে উৎসাহিত হয়।

তথ্য-২

... ... কুরআন ও সুন্নাহ থেকে আইন-কানুন খুঁজে বের করে সমস্যার সমাধান করা বহু সময় সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য। ... ... (বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞান না থাকা) অবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহ ব্যাখ্যা করে সৎপথের সন্ধান পেতে চাইলে সৎপথ পাওয়ার চাইতে পথভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি থাকবে। ফকীহগণের এ বিষয়ে পূর্ণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁরা সকল বিষয় পূর্ণাঙ্গভাবে বিবেচনা করে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ফিক্‌হগ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। এখন কুরআন সুন্নাহর আইন বলতে ফিক্‌হশাস্ত্রকেই বুঝানো হয়ে থাকে।
(*আল-মুখতাসারুল কুদুরী*, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২০০১ খি. সালের নতুন সংস্করণ যেটি জানুয়ারি ২০০৮ এ পুনর্মুদ্রণ হয়েছে; পৃ. ১০ এবং কওমী ও আলিয়া মাদ্রাসার পাঠ্যবই)

তথ্যটির পর্যালোচনা : এ কথাটির মাধ্যমে কুরআন ও হাদীস সরাসরি পড়ে ইসলাম শিখতে নিষেধ করা হয়েছে এবং প্রচলিত তথা প্রথম দিকের মনীষীগণের রচিত ফিক্‌হগ্রন্থ পড়ে ইসলাম শিখতে বলা হয়েছে। এর মূল কারণ হলো– কেউ যদি সরাসরি কুরআন ও হাদীস পড়ে ইসলাম শেখে তবে প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থে ঢুকিয়ে দেওয়া ভুল তথ্যগুলো সহজে ধরে ফেলতে সক্ষম হবে।

তথ্য-৩

ইমাম মালেক রহ. নিজ ভাগ্নে আবু বকর ও ইসমাইল রহ.-কে বলেন– আমি দেখছি যে, হাদীস চর্চার প্রতি তোমাদের আগ্রহ অধিক। তবে যদি কল্যাণ

চাও তবে তোমরা হাদীসের রেওয়ায়েত কম করো এবং ইলমে ফিকহ বেশি অর্জন করো।
(*আল-মুখতাসারুল কুদুরী*, আরাফাত পাবলিকেশন্স, ২০০১ খি. সালের নতুন সংস্করণ যেটি জানুয়ারি ২০০৮ এ পুনর্মুদ্রণ হয়েছে; পৃ. ১১)

তথ্যটির পর্যালোচনা : এ কথাটির মাধ্যমে হাদীস সরাসরি পড়তে নিষেধ করা হয়েছে এবং প্রচলিত তথা প্রথম দিকের মনীষীগণের রচিত ফিক্হগ্রন্থ পড়ে ইসলাম শিখতে বলা হয়েছে। এর মূল কারণ হলো– কেউ যদি সরাসরি হাদীস পড়ে ইসলাম শেখে তবে সে প্রচলিত ফিক্হগ্রন্থে ঢুকিয়ে দেওয়া ভুল তথ্যগুলো সহজে ধরে ফেলতে সক্ষম হবে।

তথ্য-৪
মাযহাবের ইমামগণ কুরআন ও সুন্নাহের কোনো স্থানের কীরূপ ব্যাখ্যা করিয়া কী মাসয়ালা বা কী আইন রচনা করিলেন তাহা সম্যকরূপে অবগত না হইয়া আমাদের জন্য কুরআন ও সুন্নাহ হইতে মাসয়ালা বাহির করা বা ব্যাখ্যা করা আদৌ বৈধ হইবে না। অতএব ফিক্হ শাস্ত্রের পূর্ণ জ্ঞানার্জনের পর কুরআন ও সুন্নাহ অনুশীলন করা উচিত।
(*আল-মুখতাসারুল কুদুরী*, সপ্তম প্রকাশ, পৃ. ৯, কওমী এবং আলিয়া মাদ্রাসার পাঠ্যবই)

তথ্যটির পর্যালোচনা : এ কথাটি প্রচারের কারণ হলো– কেউ যদি সরাসরি কুরআন ও হাদীস পড়ার পর প্রচলিত ফিক্হগ্রন্থ পড়ে তবে সে ঢুকিয়ে দেওয়া ভুল তথ্যগুলো সহজে ধরে ফেলতে পারবে। অন্যদিকে কেউ যদি প্রচলিত ফিক্হগ্রন্থ পড়ার পর কুরআন ও হাদীস পড়ে তবে কুরআন ও হাদীসের প্রকৃত শিক্ষা তার চোখে ধরা দেবে না। এটি ঠিক তেমন যেমন একজন চিকিৎসা বিজ্ঞানের ছাত্র যদি পূর্বের চিকিৎসক কী রোগ নির্ণয় করেছে তা দেখার পর রোগী দেখে তবে পূর্বের চিকিৎসক কোনো ভুল করে থাকলে সেও সেই ভুল করবে এবং তার নিজের রোগ নির্ণয়ের যোগ্যতা উৎকর্ষিত হবে না। তাই, চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্রকে এ কাজটি করা কঠিনভাবে নিষেধ করা হয়।

৫. কুরআন, হাদীস ও আকল/Common sense/বিবেকের সরাসরি বিপরীত অনেক মৌলিক ভুল তথ্য প্রচলিত ফিক্হগ্রন্থে থাকা

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন (QRF) এ পর্যন্ত ইসলামের ৪৩টি মৌলিক বিষয়ে তাদের গবেষণা পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করেছে। প্রতিটি বিষয়ে কুরআন,

হাদীস ও আকল/Common sense/বিবেকের তথ্য একরকম এবং প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের তথ্য অন্যরকম। বিষয়ভিত্তিক ঐ বইগুলোর নাম হলো–

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ স.-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense-এর গুরুত্ব
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না
২৪. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?

২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. মুসলিম জাতি এবং বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানোর গভীর ষড়যন্ত্র
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হজ্জের ভাষণ যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানি গ্রন্থে উল্লিখিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের জীবন্তিকা
৪০. আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি
৪১. তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৪২. জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য
৪৩. হারাম ও হালাল খাদ্য তালিকা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের সরাসরি তথ্য

♥♥ উল্লিখিত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে নিশ্চয়তাসহ বলা যায়, বর্তমান ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের না হওয়ার মূল কারণ এটি নয় যে– ইসলামের প্রকৃত মনীষীগণ এটি নিষেধ করেছেন বা তাঁরা এটির প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারেননি। এর মূল কারণ হলো শত্রুরা–

- ইসলামের প্রকৃত মনীষীগণের রচিত ফিক্‌হগ্রন্থ প্রথমে নদীতে ফেলে দিয়ে, অগুনে পুড়িয়ে বা অন্যভাবে নষ্ট করে দিয়েছে।
- তারপর প্রকৃত মনীষীগণের নামে ফিক্‌হগ্রন্থ রচনা করেছে এবং সেখানে প্রকৃত মনীষীগণের কিছু তথ্য রেখেছে এবং অনেক মৌলিক ভুল তথ্য লিখে দিয়েছে।
- অতঃপর প্রথম দিকের মনীষীগণের রচিত ফিক্‌হগ্রন্থ সংস্করণ বের করা যাবে না কথাটি বানিয়ে নতুন করে রচিত ফিক্‌হগ্রন্থে লিখে রেখে ছড়িয়ে দিয়েছে।

শত্রুদের ষড়যন্ত্রের স্তরসমূহ

মো. এ.আর. খান এবং এ.জে. আব্দুল মোমেন কর্তৃক জ্ঞানকোষ প্রকাশনী থেকে ২০০৬ সালে প্রকাশিত 'ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে নিয়োজিত এক ব্রিটিশ গোয়েন্দার ডায়রি' নামের বই (Hakikatkitabevi ওয়েবসাইটে Confessions of a British spy নামে থাকা গ্রন্থের সারসংক্ষেপ) এবং দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় ০২.০৪.৯৮ খি. তারিখে প্রকাশিত 'বৃটেনে মাটির তলায় খৃষ্টানদের গোপন মাদ্রাসা' প্রতিবেদনে উল্লিখিত তথ্য থেকে জানা যায়–

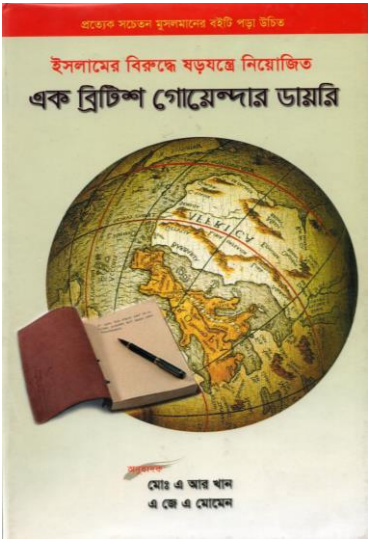

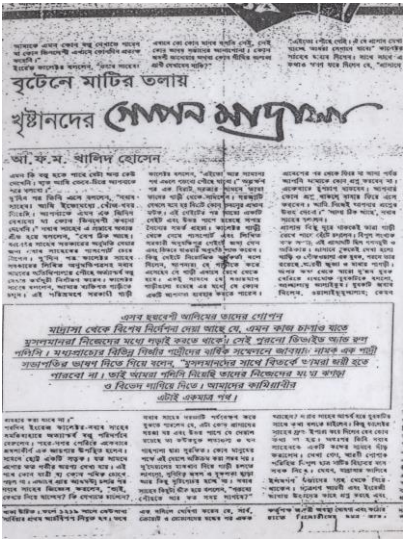
বৃটেনে মাটির তলায়
খৃষ্টানদের গোপন মাদ্রাসা
আ.ফ.ম. খালিদ হোসেন

শত্রুরা ইসলামের মূল শিক্ষায় ভুল ঢুকিয়ে মুসলিমদের ধ্বংস করার জন্য হাজার হাজার গোয়েন্দা আলিম তৈরি করে। ঐ আলিম তৈরি করা হয় দুটি স্তরে–

- **প্রথম স্তর :** এ স্তরে গোয়েন্দা আলিম তৈরি করা হয় মুসলিম মনীষীগণের সহচর্যে রেখে।
- **দ্বিতীয় স্তর :** এ স্তরে গোয়েন্দা আলিম তৈরি করা হয় নিজ দেশে গোপন মাদ্রাসা বানিয়ে। সেখানে ১ম স্তরে তৈরি করা গোয়েন্দা আলিমদের মাধ্যমে অমুসলিম শিশুদেরকে শিক্ষা দিয়ে।

এরপর ঐ গোয়েন্দা আলিমদেরকে হিজাজ (মক্কা-মদিনা), মিশর, ইরাক, ইস্তাম্বুল, ইরানসহ সকল মুসলিম দেশে পাঠিয়ে দেয়। গোয়েন্দারা আলিম হিসেবে মুসলিম দেশ, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে মাদ্রাসার শিক্ষক, মসজিদের খতিব, শিশুদের আরবী গৃহশিক্ষক ইত্যাদি হিসেবে চাকরি নেয়।

গোয়েন্দা আলিমরা দুইভাবে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে ভুল তথ্য তৈরি করে–

১. মুসলিম দেশ, বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম বিশেষজ্ঞদের ধোঁকা দিয়ে কুরআন ও হাদীসের ভুল অর্থ বা ব্যাখ্যা করে।
২. নিজে বিশেষজ্ঞ সেজে ভুল অর্থ বা ব্যাখ্যা করে।

আল কুরআন ও হাদীসে ষড়যন্ত্রের বিষয়টি যেভাবে এসেছে–

আল কুরআন

মানবজাতির দুনিয়ার জীবনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য এবং মূল ষড়যন্ত্র সম্পর্কিত একটি জীবন্তিকা আসমানি গ্রন্থে আছে। বর্তমানে শুধু আল কুরআনে তা নির্ভুলভাবে উল্লেখ আছে। মানুষ যাতে সহজে বুঝতে পারে সে জন্য তথ্যগুলো জীবন্তিকার সংলাপ আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে। জীবন্তিকাটির বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত তথ্য–

রচয়িতা : মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও রাজাধিরাজ আল্লাহ তা'য়ালা।

ঘটনার সময়কাল : মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানোর আগে।

ঘটনার স্থান : আল্লাহ তা'য়ালার শাহী দরবার এবং জান্নাত।

জীবন্তিকাটিতে যারা ভূমিকা রেখেছেন :

১. আল্লাহ তা'য়ালা– মূল ভূমিকা
২. মানবজাতির পিতা– প্রথম মানুষ ও নবী আদম আ.
৩. মানবজাতির মাতা– হাওয়া আ.
৪. সকল মানবরূহ
৫. ফেরেশতাকুল
৬. সবচেয়ে বেশি ইবাদাতকারী জ্বিন
৭. মানবজাতির শত্রু (ষড়যন্ত্রকারী)– ইবলিস শয়তান।

জীবন্তিকাটির সংলাপের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো– দুনিয়াতে ইবলিস শয়তান (ও তার দোসররা) আল্লাহর কথা তথা আল্লাহর কিতাবের স্পষ্ট বক্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করে মানবজাতিকে বিপথে নিয়ে যাবে। তথ্যটি সংলাপের মাধ্যমে যেভাবে জানানো হয়েছে–

আল্লাহ তা'য়ালার কথা

وَقُلْنَا يَاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا ۪ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ .

আর আমরা বললাম, হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস করো এবং সেখানে যা তোমাদের মন চায় তা তৃপ্তিসহকারে খাও। তবে ঐ গাছটির কাছেও যাবে না, তাহলে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

(সুরা আল বাকারা/২ : ৩৫)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'য়ালা আদম আ. ও হাওয়া আ.-কে জান্নাতে বসবাস করতে দিয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট করে তাদের মন যা চায় তা তৃপ্তিসহকারে খেতে বললেন। তবে সুনির্দিষ্টভাবে একটি গাছের ফল খাওয়া তো দূরের কথা কাছে যেতেও নিষেধ করলেন।

ইবলিস শয়তানের কথা (আল্লাহ কর্তৃক উপস্থাপন করা)

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ .... وَقَالَ مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ .

অতঃপর শয়তান তাদেরকে ষড়যন্ত্র কবলিত করলো ... ... এবং বললো– তোমরা দুজনেই ফেরেশতা হয়ে যাবে কিংবা অমর হয়ে যাবে, তাই তোমাদের প্রতিপালক এ গাছ সম্পর্কে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– ইবলিস শয়তান আল্লাহ তা'য়ালার স্পষ্ট কথাকে উল্টোভাবে ব্যাখ্যা করে আদম আ. ও হাওয়া আ.-এর কাছে উপস্থাপন করে। আদম আ. ও হাওয়া আ. এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেলেন।

জীবন্তিকাটির এ সংলাপের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে– পৃথিবীতে ইবলিস শয়তান ও তার দোসররা আল্লাহর কিতাবের

(যার শেষ সংস্করণ হলো আল কুরআন) স্পষ্ট বক্তব্য ভুলভাবে ব্যাখ্যা করবে। তারপর সে ব্যাখ্যার সাথে বিভিন্ন প্রলোভনমূলক কথা যোগ করে দিয়ে মানুষকে গ্রহণ করানোর চেষ্টা করবে।

আল হাদীস

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ... ... ... عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَشَخَصَ بِبَصَرِهِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ: هَذَا أَوَانُ يُخْتَلَسُ العِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ. فَقَالَ زِيَادُ بْنُ لَبِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ: كَيْفَ يُخْتَلَسُ مِنَّا وَقَدْ قَرَأْنَا الْقُرْآنَ فَوَاللهِ لَنَقْرَأَنَّهُ وَلَنُقْرِئَنَّهُ نِسَاءَنَا . وَأَبْنَاءَنَا، فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا زِيَادُ، إِنْ كُنْتُ لَأَعُدُّكَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَذِهِ التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ عِنْدَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى فَمَاذَا تُغْنِي عَنْهُمْ؟ قَالَ جُبَيْرٌ: فَلَقِيتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، قُلْتُ: أَلَا تَسْمَعُ إِلَى مَا يَقُولُ أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ؟ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ قَالَ: صَدَقَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، إِنْ شِئْتَ لَأُحَدِّثَنَّكَ بِأَوَّلِ عِلْمٍ يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ: الخُشُوعُ، يُوشِكُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَلَا تَرَى فِيهِ رَجُلًا خَاشِعًا .

ইমাম তিরমিযী রহ., আবূ দারদা রা.-এর বলা বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান থেকে শুনে তাঁর হাদীস গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ দারদা রা. বলেন, আমরা রসুলুল্লাহ স. এর সাথে ছিলাম। তিনি আকাশের দিকে তাকালেন, তারপর বললেন– **এই (এক) সময়ে মানুষের কাছ থেকে ইলমকে (কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত শিক্ষাকে) ছিনিয়ে নেওয়া হবে, এমনকি এ সম্পর্কে (কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সঠিক শিক্ষা অর্জন করার বিষয়ে) তাদের কোনো ক্ষমতাই থাকবে না।** যিয়াদ ইবন লাবীদ আল-আনসারী রা. জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের কাছ থেকে কীভাবে ইলম ছিনিয়ে নেওয়া হবে? অথচ আমরা কুরআন তিলাওয়াত করি। আল্লাহর কসম! অবশ্যই আমরা তা তিলাওয়াত করব এবং আমাদের স্ত্রীদের ও সন্তানদেরকেও শেখাবো। তিনি বললেন– হে যিয়াদ! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক, আমি তো

তোমাকে মদীনার অন্যতম জ্ঞানী ব্যক্তি বলেই গণ্য করতাম! দেখো, ইয়াহুদী-নাসারাদের কাছেও তাওরাত ও ইনজীল রয়েছে, তা তাদের কী উপকারে আসছে? জুবাইর রা. বললেন, তারপর আমি 'উবাদা ইবনুস সামিত রা.-এর সাথে দেখা করে বললাম, আপনার ভাই আবূ দারদা রা. কী বলেছেন তা আপনি শুনতে পাননি? আবূ দারদা রা. যা বলেছেন, তা আমি তার কাছে বললাম। তিনি বলেন, আবূ দারদা রা. ঠিকই বলেছেন। তুমি চাইলে আমি তোমাকে একটি কথা বলতে পারি। ইলমের যে বস্তুটি সর্বপ্রথম মানুষের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হবে তা হলো বিনয়। খুব শীঘ্রই তুমি কোনো জামে মসজিদে গিয়ে হয়তো দেখবে যে, একজন লোকও সেখানে বিনয়াবনত নয়।

- তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং ২৬৫৩।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির শেষে থাকা রসুল স.-এর বক্তব্য (দেখো, ইয়াহুদী-নাসারাদের কাছেও তওরাত ও ইনজীল রয়েছে, তা তাদের কী উপকারে আসছে?) থেকে বোঝা যায় কুরআনের আরবী আয়াত অবিকৃত থাকবে। কিন্তু তার শিক্ষা হারিয়ে যাবে। তাই, হাদীসটির অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা হবে–

'এই (এক) সময়ে মানুষের কাছ থেকে ইলমকে ছিনিয়ে নেওয়া হবে' অংশের ব্যাখ্যা– এক সময়ে ষড়যন্ত্রকারীরা কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা থেকে মুসলিমদের সরিয়ে দেবে।

'এমনকি এ সম্পর্কে তাদের কোনো ক্ষমতা থাকবে না' অংশের ব্যাখ্যা– ষড়যন্ত্রকারীরা কুরআনে উল্লেখ থাকা জ্ঞানের উৎসের তালিকা এবং নির্ভুল জ্ঞানার্জনের নীতিমালা এমনভাবে পরিবর্তন করে দেবে যে– মুসলিমরা কুরআন পড়েও কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা লাভ করতে ব্যর্থ হবে।

♣♣ 'ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে নিয়োজিত এক ব্রিটিশ গোয়েন্দার ডায়রি' বই এবং 'বৃটেনের মাটির তলায় খৃষ্টানদের গোপন মাদ্রাসা' প্রতিবেদন থেকে এটিও জানা যায় যে– গোয়েন্দা আলিমরা মুসলিমদের সাথে মিলেমেশে মাদ্রাসা তৈরি করে এবং মাদ্রাসার গুরুত্বপূর্ণ পোস্টগুলো দখল করে। এ তথ্যসমূহের সাথে প্রচলিত ফিক্‌হশাস্ত্র, প্রচলিত হাদীসশাস্ত্র এবং বর্তমান মুসলিমদের জ্ঞান ও আমল মিলালে বোঝা যায়, নয়টি স্তরে কাজ করে গোয়েন্দারা তাদের মিশন সম্পন্ন করে। স্তর নয়টি হলো–

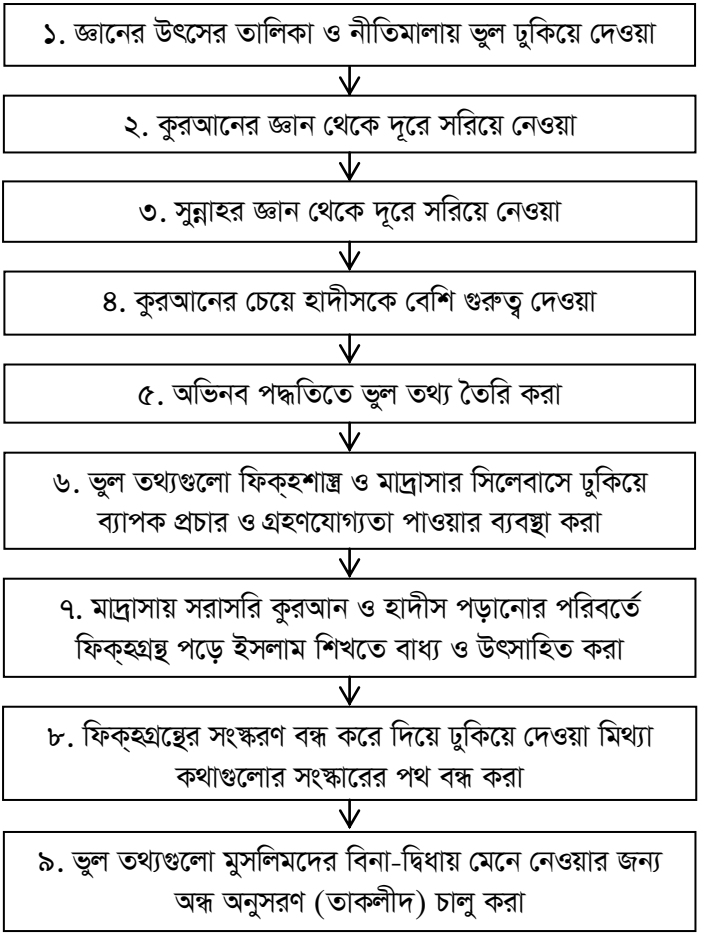

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে, 'মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানোর গভীর ষড়যন্ত্র' (গবেষণা সিরিজ-৩০) নামক বইটিতে।

নির্ভুলতার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থে থাকা তথ্যসমূহের শ্রেণিবিভাগ

নির্ভুলতার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থে থাকা তথ্যসমূহ তিনভাগে বিভক্ত–

১. অনেক তথ্য সঠিক।
২. শত্রুদের ঢোকানো অনেক মৌলিক ভুল তথ্য।
৩. সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে ইসলামের প্রকৃত মনীষীগণের কুরআন বা সুন্নাহর অর্থ ও ব্যাখ্যা সঠিকভাবে বুঝতে না পারার কারণে লেখা ভুল তথ্য।

সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে ইসলামের প্রকৃত মনীষীগণের কুরআন ও সুন্নাহর অর্থ বা ব্যাখ্যা সঠিকভাবে বুঝতে না পারার কারণে বলা ভুল তথ্যের কয়েকটি উদাহরণ–

উদাহরণ-১

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ .

প্রচলিত অর্থ : যিনি জমাটবাঁধা রক্ত থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

(সুরা আল আলাক/৯৬ : ২)

এ অর্থের পর্যালোচনা : 'আলাক' শব্দের কয়েকটি অর্থের মধ্যে একটি হলো জমাটবাঁধা রক্ত। সকল প্রাচীন তাফসীরকারক আলাক শব্দের অর্থ জমাটবাঁধা রক্ত ধরেই আয়াতটির উল্লিখিত অর্থ করেছেন। কিন্তু জমাটবাঁধা রক্ত হলো মৃত জিনিস। তাই মানুষ জমাটবাঁধা রক্ত থেকে সৃষ্টি হয়েছে কথাটি সঠিক নয়। একজন চিকিৎসক বা মেডিকেল ছাত্র এ অর্থ দেখলে কুরআনে ভুল তথ্য আছে মনে করতে পারে এবং এতে কুরআনের প্রতি তার বিশ্বাস দুর্বল হয়ে যেতে পারে।

প্রকৃত অর্থ : 'আলাক' শব্দের একটি অর্থ হলো কোনো স্থান থেকে ঝুলে থাকা বস্তু। মায়ের পেটে প্রথম দিকে ভ্রূণকে কোনো স্থান থেকে ঝুলে থাকা বস্তুর মতো দেখা যায়। ছবি দেখুন–

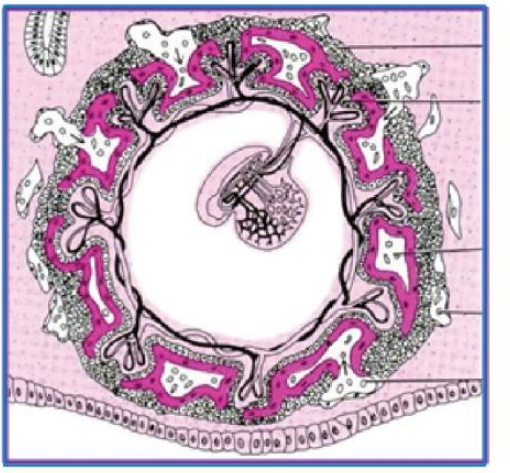

তাই এ আয়াতের প্রকৃত অর্থ হবে– 'তিনি মানুষকে এমন জিনিস থেকে সৃষ্টি করেছেন যা (মায়ের পেটে প্রথম দিকে) কোনো স্থান থেকে ঝুলে থাকা বস্তুর মতো দেখা যায়'। একজন চিকিৎসক বা মেডিকেল ছাত্র এ অর্থ দেখলে কুরআনের নির্ভুলতার প্রতি তার বিশ্বাস বা কুরআন যে আল্লাহর কিতাব সে বিশ্বাস আরও দৃঢ় হবে। কারণ, যে সময়ে এ আয়াত নাযিল হয়েছে তখন মানুষের এ বিষয়ে কোনো ধারণাই ছিল না। এক্সরে ও আলট্রাসোগ্রাফি আবিষ্কার হওয়ার পর মাত্র কয়েক বছর আগে মানবসভ্যতা এ তথ্য জানতে পেরেছে। তাই প্রাচীন তাফসীরকারকগণ ইচ্ছাকৃতভাবে এ ভুল করেননি। মানবসভ্যতার জ্ঞানের অভাবের কারণে তাদের এ ভুলটি হয়েছে।

উদাহরণ-২

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ . وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ .

কেউ অণু পরিমাণ ভালো কাজ করলে সে তা দেখতে পাবে। আর কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করলে সে তা দেখতে পাবে।

(সুরা আল যিলযাল/৯৯ : ৭-৮)

অসতর্ক ব্যাখ্যা এবং তার আলোকে নেওয়া সিদ্ধান্ত : ইমাম নাসাফী (৪৬১-৫৩৭ হিজরী, ইরাক) এ আয়াত দুটির যে ব্যাখ্যা করেছেন এবং সে ব্যাখ্যার আলোকে যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, উপস্থাপনা সাবলিল করার জন্য তা সামান্য সম্পাদনাসহ নিম্নরূপ–

বিন্দু পরিমাণ সৎকাজ করা থাকলে পুরস্কার দেওয়ার মাধ্যমে মু'মিন ব্যক্তিকে পরকালে তা দেখানো হবে এবং বিন্দু পরিমাণ অসৎকাজ করা থাকলেও শাস্তি দেওয়ার মাধ্যমে তাকে তা দেখানো হবে।

সিদ্ধান্ত : গুনাহগার মুমিনকে তার কৃত পাপকাজ দেখানোর জন্য প্রথমে জাহান্নামে নেওয়া হবে। অতঃপর কৃত সৎকাজ দেখানোর জন্য জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে নেওয়া হবে। এটিই হলো কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মুমিনের চিরকাল জাহান্নামে না থাকার বিষয়ে কুরআনের দলিল!

(*আকাইদুন নাসাফীয়াহ*, আল-বারাকা প্রিন্টার্স, প্রকাশক মুহাম্মাদ বিন আমিন, পৃ. ১২৭; মাদ্রাসার পাঠ্য বই)

এ সিদ্ধান্তের পর্যালোচনা : ইমাম নাসাফী রহ.-এর নেওয়া এ সিদ্ধান্ত কুরআন এবং অনেক সহীহ হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে– 'মহান আল্লাহ যাদের বিচার করে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেবেন তাদের চিরকাল সেখানে থাকতে হবে'। তাই ইমাম নাসাফীর এ সিদ্ধান্ত সঠিক হয়নি। তবে তিনি এ ভুল ইচ্ছাকৃতভাবে করেননি। মানবসভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতা এর কারণ। আর সে দুর্বলতা হলো ভিডিও ক্যামেরার জ্ঞান তথা কোনো কাজ রেকর্ড করে রেখে পুনরায় দেখানো সম্ভব এ জ্ঞান না থাকা। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে, **'কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?'** (গবেষণা সিরিজ-২০) নামের বইটিতে।

আয়াত দুটির সঠিক ব্যাখ্যা : ফেরেশতাগণ মানুষের ছোটো বা বড়ো সকল কাজের ভিডিও বা আরও উন্নত মানের রেকর্ড করে কম্পিউটার বা আরও উন্নত মানের যন্ত্রের মেমোরিতে রেখে দিচ্ছেন। শেষ বিচারের দিন বিচারের সময় তথ্য-প্রমাণ হিসেবে ঐ রেকর্ড উপস্থাপন করা হবে।

উদাহরণ-৩

هُوَ الَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِّنْ طِیْنٍ ثُمَّ قَضٰۤى اَجَلًا ؕ وَ اَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهٗ ثُمَّ اَنْتُمْ تَمْتَرُوْنَ .

তিনিই তোমাদের মাটি থেকে (মাটির মৌলিক উপাদান থেকে) সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর (মৃত্যুর) একটি (অনির্দিষ্ট বা পরিবর্তনশীল) সময় নির্ধারণ করেছেন। আর (মৃত্যুর) একটি সুনির্দিষ্ট (অপরিবর্তনীয়) সময় তার কাছে নির্ধারিত রয়েছে। এরপরও তোমরা সন্দেহ করো?

(সুরা আল আনআম/৬ : ২)

অসতর্ক ব্যাখ্যা : সকল তাফসীরকারক আয়াতে উল্লিখিত সুনির্দিষ্ট মেয়াদকে 'কিয়ামত' বলেছেন। কিন্তু এটি সঠিক নয়। এ ভুল ব্যাখ্যার কারণ হলো– মানব শারীরবিজ্ঞানের জ্ঞান না থাকা।

প্রকৃত ব্যাখ্যা : মানুষের মৃত্যুর দুটি সময় আছে– একটি সুনির্দিষ্ট এবং অপরটি অনির্দিষ্ট। সুনির্দিষ্ট সময় হলো বয়োবৃদ্ধির (Ageing process) নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট হওয়া আয়ুর শেষ সময়টি। কোনো রোগ না হলেও ঐ বয়সে পৌঁছানোর সাথে সাথে মানুষের মৃত্যু ঘটবে। কিন্তু মানুষ সেখানে পৌঁছাতে পারে না। কারণ, রোগ মানুষের হবেই। আর সকল রোগের শতভাগ সঠিক চিকিৎসা মানবসভ্যতা কখনো জানতে পারবে না।

আর মৃত্যুর অনির্দিষ্ট সময় হলো বয়োবৃদ্ধির নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট হওয়া আয়ুর শেষ সময়ের আগের যেকোনো মুহূর্ত। এটি নির্ধারিত হয় মৃত্যুর বিভিন্ন অনুঘটক তথা রোগের ধরন, চিকিৎসার ধরন, বয়স, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, চিকিৎসক, ঔষধ, চিকিৎসা শুরু হওয়ার সময়, হাসপাতালের মান ইত্যাদির ভিত্তিতে। অর্থাৎ বয়োবৃদ্ধির নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট হওয়া আয়ুর শেষ সময়ের আগের যেকোনো মুহূর্তে মৃত্যুর অনুঘটকসমূহ একত্রিত হলে মানুষের মৃত্যু ঘটবে।

বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য অতি সহজে এবং অল্প সময়ে
কুরআন তিলাওয়াত শেখার এক যুগান্তকারী পদ্ধতি

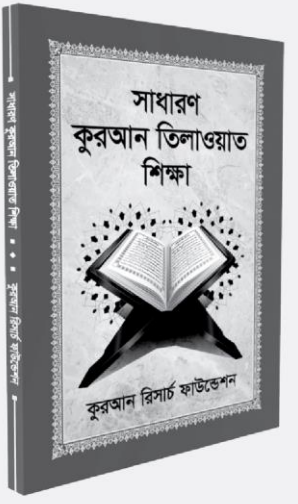

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
প্রকাশিত

সাধারণ
কুরআন
তিলাওয়াত
শিক্ষা

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করার গুরুত্ব

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি যে, প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থে অনেক মৌলিক ভুল তথ্য আছে। ঐ মৌলিক ভুল তথ্যগুলোর–

- অধিকাংশ হলো ইসলামের প্রকৃত মনীষীগণের লেখা গ্রন্থ থেকে সঠিক বক্তব্য বাদ দিয়ে গোয়েন্দা মনীষীদের লিখে দেওয়া কথা।
- কিছু হলো সভ্যতার জ্ঞানের দুর্বলতার কারণে প্রকৃত মনীষীগণের কুরআনের (ও সুন্নাহর) বক্তব্য বুঝতে না পারার কারণে লেখা ভুল তথ্য।

ঐ মৌলিক ভুল তথ্যগুলোই মুসলিম জাতির বর্তমান দুরবস্থার মূল কারণ। সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হলো–

- সারা বিশ্বের ইসলামী শিক্ষালয়গুলো থেকে কোটি কোটি ছাত্র ঐ মৌলিক ভুল তথ্যগুলো সঠিক বলে শিখে নিচ্ছে।
- সেগুলোর ওপর আমল করছে।
- নিজেদের ঈমানী দায়িত্ব মনে করে তা প্রচার করছে।

তাই এটি মুসলিম জাতির জন্য শুধু অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়; বরং, এটি জাতির জীবন-মৃত্যুর বিষয়। আর এটি মানবসভ্যতার জন্যও অতীব গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়। কারণ–

- কুরআন মানবসভ্যতার কিতাব।
- এটিতে মানবসভ্যতার অপরিসীম ক্ষতি হচ্ছে।

ইবলিস শয়তান ও তার দোসররা কুরআনের আরবী আয়াতে ভুল ঢোকাতে পারেনি এবং ভবিষ্যতে পারবেও না। কারণ, কুরআনের আরবী আয়াতে কেউ যেন ভুল ঢোকাতে না পারে সে দায়িত্ব আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই নিয়েছেন। ইবলিসের দোসররা লক্ষ লক্ষ জাল হাদীস তৈরি করে রসুল স.-এর হাদীস বলে চালিয়ে দিয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ ইসলামের মনীষীগণ ঐ জাল হাদীস থেকে বাছাই করে সনদ (বর্ণনাসূত্র) সহীহ হাদীসের তালিকা তৈরি করে

দিয়েছেন। হাদীসের বিষয়ে প্রয়োজন ছিল সনদ (বর্ণনাসূত্র) ও মতন (বক্তব্য বিষয়) সহীহ হাদীসের সংকলন বের করা। আলহামদুলিল্লাহ 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' পৃথিবীতে এ বিষয়ে প্রথমে পদক্ষেপ নিয়েছে। কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন তাদের রচিত সনদ ও মতন সহীহ হাদীসের প্রথম খণ্ড বের করেছে ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে।

এ পর্যন্তকার আলোচনা থেকে আমরা যে বিষয়সমূহ নিশ্চিতভাবে জেনেছি তা হলো–

১. কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেক অনুযায়ী ফিক্‌হগ্রন্থ প্রণয়ন করা বৈধ।
২. কুরআন, হাদীস ও Common sense অনুযায়ী প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব জরুরী।
৩. ফিক্‌হগ্রন্থের কোনো প্রকৃত সংস্করণ আজ পর্যন্ত বের হয়নি।
৪. প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থে অনেক মৌলিক ভুল তথ্য আছে।
৫. সারা বিশ্বের ইসলামী শিক্ষালয়গুলো থেকে কোটি কোটি ছাত্র ঐ মৌলিক ভুল তথ্যগুলো সঠিক বলে শিখছে, সেগুলোর ওপর আমল করছে এবং নিজেদের ঈমানী দায়িত্ব মনে করে তা প্রচার করছে।

তাই উম্মাহ ও মানবতার প্রতি দরদি মুসলিমদেরকে মুসলিম জাতির জীবন-মৃত্যুর বিষয় মনে করে প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। আর কয়েক বছর পর পর ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করার প্রথা চালু করতে হবে। সাথে সাথে ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থায় কুরআন ও সুন্নাহ সরাসরি শিখিয়ে জীবন সম্পর্কিত জ্ঞানার্জনের ব্যবস্থা করতে হবে। শুধুমাত্র বিশেষ প্রয়োজনীয় স্থানে ফিক্‌হগ্রন্থের সাহায্য নিতে হবে।

শেষ কথা

পুস্তিকায় উপস্থাপিত তথ্যসমূহ জানার পর আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন যে, প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা মুসলিম জাতির জীবন-মৃত্যুর বিষয়। আর বিশ্বমানবতার জন্যও তা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।

মুসলিম বিশ্বে যারা এ কাজ করার অবস্থানে আছেন তাঁদের কাছে কাজটি করার জন্য আমাদের একান্ত আবেদন থাকলো। আর এটি তাঁদের বিরাট এক দায়িত্বও বটে। এটি করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা না করলে তাঁরা পরকালে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রেহাই পাবেন বলে আমার মনে হয় না।

ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া শ্রদ্ধেয় পাঠকদের ঈমানী দায়িত্ব; আর সেটি সঠিক ও যুক্তিসংগত হলে পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো আমার ঈমানী দায়িত্ব। আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আমিন! ছুম্মা আমিন!!

সমাপ্ত

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (আরবী-বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (আরবী-বাংলা)
৪. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (শুধু বাংলা)
৫. শতবার্তা (পকেট কণিকা : আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৬. আল-কুরআনে বহুল ব্যবহৃত ২০০ শব্দের সংক্ষিপ্ত অভিধান
৭. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড
৮. সাধারণ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা

গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ স.-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense-এর গুরুত্ব
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা

১৮. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না
২৪. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. মুসলিম জাতি এবং বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানোর গভীর ষড়যন্ত্র
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হজ্জের ভাষণ যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানি গ্রন্থে উল্লিখিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের জীবন্তিকা
৪০. আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি
৪১. তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৪২. জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য
৪৩. হারাম ও হালাল খাদ্য তালিকা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের সরাসরি তথ্য

প্রাপ্তিস্থান

- **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
  ১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭
- **অনলাইনে অর্ডার করতে :** www.shop.qrfbd.org এবং
  https://www.facebook.com/QuranResearchFoundation/
- **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫, ০১৭৫২৭৭০৫৩৬
- **ইউকা ক্যাম্পাস**
  বাড়ি : ১২, রোড : এভিনিউ-৮, ব্লক : এম, বনশ্রী, ঢাকা-১২১৯।
  ফোন : ০২২২৪৪০৫৮২৮, ০১৭৫৫ ৩০৯৯০৭, ০১৪০৭ ০৬৩৪৩১

এছাড়াও পাওয়া যায়–

- **রকমারি ডট কম :** www.rokomari.com
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৭২৮১১২২০০
- **প্রফেসর'স বুক কর্নার,** ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- **কাটাবন বইঘর,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭১১৫৮৩৪৩১
- **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
- **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ০১৮২২১৫৮৪৪০
- **কিউআরএফ রাজশাহী অফিস :** হোল্ডিং নং– ১৬৮/১, ওয়ার্ড নং– ৮, সিপাইপাড়া, মেডিকেল কলেজ রোড, রাজপাড়া, রাজশাহী। ০১৭১২৭৮৬৪১১
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী, ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩
- **কিউআরএফ বগুড়া অফিস :** নুর ভিলা, হাউস নং-১৯, হোল্ডিং নং-৯৯৪, ওয়ার্ড নং-১২, ঠনঠনিয়া পশ্চিমপাড়া, বগুড়া সদর, বগুড়া-৫৮০০। ০১৭১৪৫৬৬৮৯৯, ০১৭১৪৭০৯৯৮০, ১৩০০০৯০৮৬২
- **কিউআরএফ খুলনা অফিস :** ৩২/২ হাজী মহসিন রোড, খুলনা। ০১৯৭৭৩০১৫০৬, ০১৯৭৭৩০১৫০৯
- **বই ঘর,** মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮

ব্যক্তিগত নোট

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... .

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া মৌলিক শতবার্তা

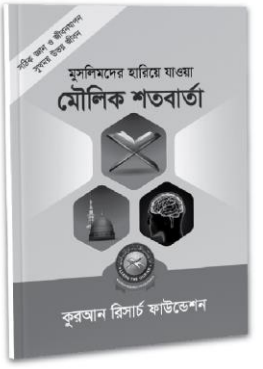

মুসলিম জাতির হারিয়ে যাওয়া
জীবন ঘনিষ্ঠ মৌলিক একশত বার্তা
ও **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**-এর
গবেষণা সিরিজগুলোর
মূল শিক্ষাসমূহ সংক্ষেপে ও সহজে
উপস্থাপিত হয়েছে এ বইয়ে।

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

বিশ্বমানবতার বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণ ও প্রতিকার
এবং জীবন ঘনিষ্ঠ ইসলামের মৌলিক বিষয়ের
সঠিক তথ্য জানতে সংগ্রহ করুন

আল কুরআনে বহুল ব্যবহৃত
২০০ শব্দের
সংক্ষিপ্ত অভিধান

**যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার
প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ**

**কুরআন পড়তে কুরআন বুঝতে
সাথে রাখুন সবসময়...**

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১